NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ এক সংগ্রামী নারীর করুণ কাহিনি

জিতল অস্ট্রেলিয়া, শীর্ষে ভারত ৮

কলকাতা ৪ মার্চ ২০২৪ ২০ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.3.2024, Vol.17, Issue No. 262, 8 Pages, Price 3.00

ইস্তফা দিচ্ছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, বৃহত্তর স্বার্থে পা রাখবেন রাজনীতিতে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইস্তফা দিচ্ছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার এবিপি আনন্দকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিচারপতি জানান রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তিনি যেতে চলেছেন। সাক্ষাৎকারে বিচারপতি জানান, কলকাতা হাই কোর্টে তাঁর শেষ দিন সোমবার। তাঁর হাতে যে ক'টি মামলা রয়েছে, সোমবার সেগুলি ছেড়ে দেবেন। মঙ্গলবার তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠাবেন।

রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনা করে বিচারপতি জানান, পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে। আদালতের পরিসরে থেকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। বিচারপতি হিসেবে ইস্তফা দিয়ে তিনি রাজনীতিতে পা রাখতে পারেন তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন কি! সে প্রশ্নের উত্তরে বিচারপতি কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম বলেননি। তবে সেটা যে কোনওভাবেই তৃণমূল নয় তা তাঁর কথায় স্পষ্ট। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি লোকসভা ভোটে দাঁড়াতে চলেছেন?' উত্তরে বিচারপতি বলেন, 'যদি আমি কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিই, তারা যদি আমাকে টিকিট দেয়, আমি বিবেচনা করে দেখব।'

কেন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়? বিচারপতি বলেন, 'বর্তমান শাসকদলের অনেকে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে আমাকে যে আহ্বান তাঁরা জানিয়েছেন, সেই আহ্বান আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। আমি এর জন্য শাসকদলকে

অভিনন্দন জানাতে চাই।'

বিচারপতির কথায়, 'রাজ্যের দুরবস্থা চলছে। অপমানজনক অধ্যায় চলছে। আমি মৌর্য সাম্রাজ্যের কথা শুনেছিলাম। এখন চৌর্য সাম্রাজ্য চলছে। বাঙালি হিসাবে আমার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যারা শাসক হিসাবে দেখা দিয়েছে, তারা রাজ্যের উপকার করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি না কড়া প্রহরা থাকে। তাই আমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বলব, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে।'

উল্লেখ্য, আগামী অগস্ট মাসে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অবসর গ্রহণের কথা ছিল। রবিবার তিনি জানিয়ে দিলেন, সময়ের আগেই তিনি পদ ছেড়ে দিচ্ছেন। বিচারপতির দায়িত্ব ছেড়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পা রাখতে চলেছেন।

সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বলা চলে, তিনি চাকরিপ্রার্থীদের 'মসিহা' হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যার অধিকাংশই শাসকদলের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কুণাল ঘোষ-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজনীতির ময়দানে নেমে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবিবার সেই আহ্বানের কথাই আরও এক বার মনে করিয়ে দিলেন বিচারপতি। জানালেন, তিনি সেই আহ্বানেই সাড়া দিতে চলেছেন। তবে কোন রাজনৈতিক দলে তিনি যাচ্ছেন, তা এখনও স্পষ্ট করে বলেননি।

দুইয়ে দুইয়ে চার! হাতে নেবেন পদ্ম?

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোন রাজনৈতিক দলে তিনি যেতে চান বিচারপতি অভিজিৎ স্পষ্ট করে কিছু না জানালেও জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতমধ্যেই। বিচারপতি কি পদ্ম শিবিরেই যাবেন? আগামী ৬ মার্চ বুধবার বারাসতে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবার কংগ্রেস ছেড়ে কৌস্তভ বাগচি বিজেপিতে এসেছেন। গত বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়ের ঘরওয়াপসি হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'তবে আগামী ৭ মার্চ একটা বড় জয়েনিং হবে। সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য হতে চলেছে। অপেক্ষা করুন।' মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন বিচারপতি। ফলে অনেকেই, দুইয়ে দুইয়ে চার করা শুরু করেছেন। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে জিতেও পরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়। গত বুধবার সেই সৌমেনকেই দলে ফিরিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, ৭ মার্চ 'বড় যোগদান' হবে। অন্য দিকে, রবিবারই পেশাজীবন থেকে ইস্তফা দিয়ে 'বৃহত্তর ক্ষেত্রে' যেতে চান বলে জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজনীতিতে বিচারপতিকে স্বাগত জানাচ্ছে সব রাজনৈতিক দলই

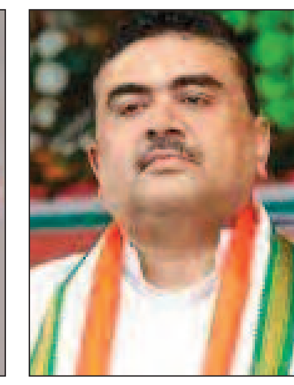

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগাম ইস্তফা দিতে চান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বৃহত্তর স্বার্থে রাজনীতির আঙিনাতেও পা-রাখবেন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য শোনার পরই বঙ্গ রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তিনি কোন দলে যাবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

বিচারপতির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। শাসকদলের তরফে কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে বিরোধী অধীররঞ্জন চৌধুরী, মহম্মদ সেলিম, সকলেরই বক্তব্য, এমন গুরুত্বপূর্ণ পেশার মানুষ সংসদীয় রাজনীতিতে এলে ভালোই হবে।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তৃণমূল বিরোধী বলে বরাবর পরিচিত। তাঁর বামমনস্কতা অনেক সময়েই প্রকাশ্যে এসেছে। এছাড়া বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর শিষ্য হিসেবে তাঁর প্রভাবও রয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। এবার তিনি বিচারপতির পদ থেকে অবসর ঘোষণা করে রাজনীতির ময়দানে নামার কথা বলায় সর্বস্তরেই জল্পনা তুঙ্গে যে তিনি লোকসভা ভোটে প্রার্থী হচ্ছেন।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের কথা জানার পর সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম বলেন, 'নানা মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নানা পর্যবেক্ষণ শাসকদলের অনেক সময় পছন্দ হয়নি। তাঁকে অনেক সময় অপমানও করা হয়েছে। হয়ত তাতেই তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে যদি তাঁর মতো মানুষ ভোটে লড়াই করেন, প্রার্থী হন, তাহলে আমরা তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে স্বাগত জানিয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। এর আগেও অধীরের মুখে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুনাম শোনা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মুখ করে নির্বাচন করা হোক। আগেই বলেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

অন্য দিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বড় নাম। আরও অনেক বড় নাম রয়েছে। দেখুন আরও কত বড় বড় নাম আসবে। আমরা (বিজেপি) দরজা খুললে কত বড় বড় লোক আসবে দেখতে থাকুন। তবে এবারে আর পচা আলু নেব না। বেছে বেছে নেব।' বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের প্রতিক্রিয়া, 'সবে শুনেছি যে উনি বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন বা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন, তেমন খবর অন্তত আমার কাছে নেই। কিন্তু ওঁর মতো মানুষ যদি বিজেপিতে আসেন, লোকসভা ভোটের টিকিট পান, তাহলে আমাদের জন্য তা অত্যন্ত গর্বের বিষয় হবে।' শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'উনি তো বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেবেন বলে জানিয়েছেন। রাজনীতিতে নামবেন। তবে সেসব আগে হোক, তার পরই আমি এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দেব।'

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো আইনজীবীদের কাছে কাজ শিখেছেন। বিচারপতির রাজনীতিতে যোগদান বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি মনে করি না উনি বিজেপিতে যোগ দেবেন। বিজেপির হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে মনি করি না, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। যা জল্পনা-কল্পনা চলছে এর মধ্যে আমি নেই।'

সোশাল মিডিয়ায় কুণাল ঘোষ তাঁকে রাজনীতির ময়দানে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে। কিন্তু অন্য গুরুত্বপূর্ণ পেশা থেকে যদি কেউ রাজনীতিতে আসেন, তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিতে তা স্বাস্থ্যকর বা ইতিবাচক।

অন্য দিকে, চাকরিপ্রার্থীদের কথায়, 'এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজ্যে এত দুর্নীতির বিষয় উনিই সামনে নিয়ে এসেছেন। আমরা আশা করব ওঁর দেখানো পথেই যেন রাজ্য সরকার এবং হাইকোর্ট আমাদের সুবিচার করেন। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা যেন চুরি হয়ে যাওয়া চাকরি ফেরত পান। এটা আমরা বারবার রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছি। রাজ্য সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পদত্যাগ করলেও আমাদের জন্য লড়বেন এই আশা করি।'

রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ, রাজনৈতিক দল, প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার রাতে রাজ্যে আসার কথা নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের। জানা গিয়েছে সোমবার সকালে দফায় দফায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করার কথাও রয়েছে এই টিমের। এরপর সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গেও বৈঠক হবে। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে বৈঠকে বসবে। এরপর বৈঠক হবে মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি-র সঙ্গে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে বেশ কয়েকটি রাজ্যে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে পা রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১ কোম্পানি আধা সেনা জেলায় জেলায় পৌঁছে গিয়েছে। চলছে রুট মার্চ।

সেই মতো রবিবার সকাল থেকেই বনগাঁয় শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। সন্দেশখালিকান্ডের আবহে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাকে অতি স্পর্শকাতর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। তাই সেখানে সব থেকে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার পাশাপাশি শহরেও চলে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার কলকাতাতে বিএসএফের ৭ কোম্পানি এসেছে।

প্রশাসনিক মহলের অনুমান, ভোটের প্রস্তুতির পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলার উপরে বাড়তি জোর দেবে কমিশন। এ পর্যন্ত কত অপরাধীকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে, জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করা ইত্যাদি ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি সন্দেশখালির পরিস্থিতিও বৈঠকে উঠতে পারে।

তৃণমূল ছাড়ছেন বিধায়ক তাপস রায়! শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস রায়ের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই নতুন নয়। এখন এই দ্বন্দ্বই বেশ বড় আকার নিয়েছে বিশেষ করে ১২ জানুয়ারির পর থেকে। কারণ, তাপস রায় বিশ্বাস করেন, তাঁর বাড়িতে গত ১২ জানুয়ারি যে ইডির তল্লাশি চলেছিল, তার নেপথ্যেও ছিলেন সুদীপই। তাঁর এও অভিমান যে, তিনি যে 'চোর-জোচ্চোর' নন, তা জেনেও দল সেদিন তাঁর ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেনি। এরই মধ্যে রবিবার জোর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তৃণমূল ত্যাগ করছেন তাপস রায়। এও শোনা গিয়েছে, দলীয় নেতৃত্বের একাংশের উপর তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ যে আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে তৃণমূলের 'জনগর্জন সভা'র প্রস্তুতিতেও থাকতে চাইছেন না। নেতৃত্বকে অনীহার কথা নাকি জানিয়েছেন। যদিও একটি সংবাদ মাধ্যমের দাবি, তাপস তাপস রায় জানিয়েছেন, কে কী খবর বলছে, তিনি জানেন না। দল পরিবর্তন কতরলে সেটা সকলকে জানিয়েই করবেন। লুকানোর কিছু নেই। প্রসঙ্গত, ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। তার মূল আয়োজনের দায়িত্ব থাকে সুব্রত বক্সি ও তাপস রায়ের উপর। সূত্রের খবর, এবার সুব্রত বক্সিকে তাপস মুখের উপর জানিয়ে দেন, 'তুমিই দেখে নাও ব্যাপারটা।' তথ্য বলছে, জানুয়ারি মাসে বাড়িতে ইডি হানার পর থেকেই তাপস রায় দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছেন বলে খবর। এমন কী, গত ২১ ফেব্রুয়ারির পর থেকে তিনি নিজের কেন্দ্র বরানগরেও যাননি। তবে তাপসবাবু এখনই খোলাখুলি না বললেও, কিছু যে একটা ঘটতে পারে তা আন্দাজ করার চেষ্টায় রয়েছেন অনেকেই। বড় ঘটনা ঘটলে তাঁর কোনও না কোনও ইঙ্গিত আগাম পাওয়া যায়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যে রাজনীতিতে নামতে পারেন তেমন সন্দেহ তাঁর কথাবার্তা শুনে অনেকেরই হয়েছিল। তাপসবাবুর ক্ষেত্রেও গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

লোকসভার প্রার্থী হচ্ছেন না

বিতর্ক তৈরি হতেই ভোট থেকে সরে দাঁড়ালেন ভোজপুরি গায়ক পবন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসানসোল কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছিল ভোজপুরি গায়ক পবন সিংয়ের নাম। নাম ঘোষণা হতেই আসরে নামে তৃণমূল। গায়কের নারী কেন্দ্রিক পোস্টার নিয়ে সরব হয় ঘাসফুল শিবির। এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভোজপুরি নায়ক-গায়ক পবন সিং জানিয়ে দিলেন, আসানসোল কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারছেন না তিনি। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে 'কৃতজ্ঞতা' জানিয়ে এই ঘোষণা করেন তিনি।

এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 'অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং ক্ষমতা'-কে কুর্নিশ জানিয়েছেন। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন অবশ্য এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভা থেকে শত্রুঘ্নকে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

রবিবার এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট করে পবন লেখেন, 'আমি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দল আমার উপর ভরসা করেছিল এবং

আমাকে আসানসোল থেকে প্রার্থী করেছিল। কিন্তু বিশেষ কারণের জন্য আমি আসানসোল থেকে ভোটে দাঁড়াতে পারছি না।' তবে এর নেপথ্যে তৃণমূলের সরব হওয়াকেই কারণ বলে মনে করছেন অনেকে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে পবনের নাম প্রার্থী হিসাবে ঘোষিত হতেই তার বিরোধিতা করে প্রচার চালিয়েছিল তৃণমূল। বাংলার মহিলাদের প্রতি পবনের 'দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) লেখেন, 'ভোজপুরিতে প্রকাশিত পবনের বিভিন্ন গান এবং ভিডিয়োতে বাংলার মহিলাদের প্রতি অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে।' অভিযোগ করা হয়েছিল, বাংলার মেয়েদের অসম্মান করেছেন পবন তাঁর ভোজপুরি গানে। বিজেপির এক নেতাও পবনের প্রার্থিপদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই বিতর্ক দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই পবন সামাজিক মাধ্যমে জানান তিনি আসানসোলে প্রার্থী হচ্ছেন না তিনি।

বিতর্ক আরও উস্কে দিয়েছেন বিজেপি নেতা তথাগত রায়। ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল নিজের এক্স হ্যান্ডেলে আসানসোলের বিজেপি প্রার্থীবদলের দাবি তুলেছেন। তিনি লেখেন, 'আসানসোল কিন্তু বিহারে নয়।' যদিও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলকেই একহাত নেন। তিনি বলেন, 'আসানসোলের ভোটের লড়াইয়ের আগেই তৃণমূল হেরে গিয়েছে। তারা বুঝে গিয়েছে যে, বিহারীবাবুকে দিয়ে এ বার আর ভোট বৈতরণী পার হবে না। তাই আগে থাকতেই ব্যক্তিগত কুৎসা করতে নেমে পড়েছে ওরা। তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে ব্যক্তিগত কুৎসা কোনও নতুন বিষয় নয়। যে পথ ধরে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন, এটা তার নতুন সংযোজন। এই পথ ধরে তাঁরা যত বেশি এগোবেন ততই তাঁদের বাংলা থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দিন এগিয়ে আসবে।'

সুদীপের বিরুদ্ধে সুর চড়ছে ক্রমশ, এবার সজল ঘোষকে টেনে সরব কুণাল ঘোষ

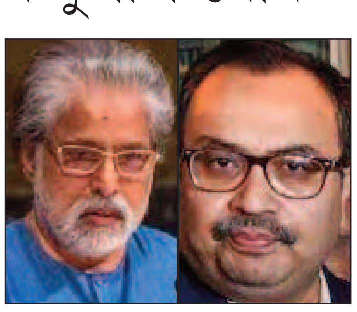

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুণাল-সুদীপ দ্বৈরথ যেন থামছেই না। ফের একবার তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন কুণাল ঘোষ। শুধু তাই নয়, টেনে আনেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষের প্রসঙ্গও। সজল আগে তৃণমূলে ছিলেন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এ প্রসঙ্গে কুণাল জানান, 'সজলকে দলে রাখার জন্য আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলাম। সুদীপদারা সেটা হতে দেননি।' এরই রেশ ধরে সুদীপকে তাঁর সরাসরি আক্রমণ, 'আপনি এত বড় নেতা, আপনি সজলকে দলে থাকতে দেবেন না। আবার সজল উল্টো দিকে দাঁড়ালে আপনি এবং আপনার স্ত্রী তাঁকে হারাতেও পারবেন না।' শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ওয়ার্ডে সুদীপরা বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করে রেখেছেন বলে দাবি করেন কুণাল। কুণালের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির সজল ঘোষ জানান, 'কুণাল সকাল থেকে রাত অবধি মিথ্যা বলেন। তবে এই দু'টি কথা উনি সত্যি বলেছেন। উনিই আমাকে দলে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন। সুদীপ কাউকে কোনও কাজ করতে দেন না। তবে তৃণমূল এখন আমার কাছে অতীত। আমি ওই দলকে ঘৃণা করি। যা হয় ভালর জন্যই হয়। আমি যে ওই দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, তার জন্য সুদীপকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' এদিকে তৃণমূল মুখপাত্র এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়ে কুণাল ঘোষ আর্জি জানিয়েছিলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখপাত্রের পদে ইস্তফা গৃহীত হলেও সাধারণ সম্পাদকের পদে ইস্তফা গৃহীত হয়নি। এদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, গত তিন চারদিনে কুণালের গতিবিধি নিয়ে দল পদক্ষেপ করতে চলেছে। এমনও শোনা যাচ্ছে, শোকজ করা হতে পারে কুণালকে। এ প্রসঙ্গে রবিবার কুণাল জানান, 'আমাকে যদি শোকজ করা হয়, তা প্রেমপত্রের মতো গ্রহণ করব।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'আমাকে বস্তায় বেঁধে বার না করে দিলে কুণাল ঘোষ তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কোথাও যাবে না। কুণাল ঘোষ বেইমান নয়।'

আদালতের অনুমতি নিয়ে সন্দেশখালিতে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের অনুমতির পরই ফের সন্দেশখালিতে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। হাই কোর্ট নির্দেশিত দিনেই সন্দেশখালি পৌঁছলেন দলের সদস্যরা। রবিবার গ্রামে ঘুরে ঘুরে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে দিল্লির তথ্যসন্ধানী দলটি। এর আগে দলটিকে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি হাই কোর্ট দিল্লির তথ্যসন্ধানী দল বা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দেয়। সেই আদেশের পর এদিন সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রামে গেলেন তাঁরা। দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম রবিবার সন্দেশখালিতে পা রাখে বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখতে। ওই ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিচারপতি নারসিমা রেড্ডি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যুগ্ম রেজিস্ট্রার রাজপাল সিং, ওপি ব্যাস, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কনসালট্যান্ট ভাবনা বাজাজ এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক সঞ্জীব নায়ক। সন্দেশখালির মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়া ও নস্করপাড়ার রাসমন্দিরে যান ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। শোনেন অভাব অভিযোগ। দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রতিনিধি দলের অভিযোগ, সন্দেশখালিতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ওই প্রতিনিধি দলের সদস্য ভাবনা বাজাজ বলেন, '২৮-৭০ বছর বয়সি ২০ জন মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি। একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে বাড়ির এককোনে বসে মেয়ে এবং পুত্রবধূর জন্য আতঙ্কে কাঁদতে দেখেছি। ক্যামেরার সামনে আসতে না চাওয়া এক তরুণীর সঙ্গে দেখা করেছি। ওই নির্যাতিতা জানিয়েছেন প্রতি রাতে চার বছর বয়সি কন্যাসন্তানকে নিয়ে লুকিয়ে থাকেন। তাঁর স্বামী আপাতত গ্রামছাড়া। বেশিরভাগ মহিলাই শিবু হাজরার নাম উল্লেখ করেছেন। এক মহিলার অভিযোগ, তৃণমূল নেতাকে বিনোদন জোগাতে রাতভর দলীয় কার্যালয়ে থাকতে হয় তাঁকে। তবে ওই মহিলা ধর্ষণ কিংবা যৌন হেনস্তা শব্দ উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর শরীরের ক্ষতচিহ্ন দেখলে বোঝা যায় উনি যা বলছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ঘটেছে। মহিলা থানাতেও অভিযোগ জানাননি। কারণ, পুলিশ তাঁদের অভিযোগে শোনে না।' রবিবার সকালে ১১টি জায়গা থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। এর ফলে এখন সন্দেশখালির ১২টি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি থাকল।

স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে বেনিয়ম ঠেকাতে এআই সাহায্য নেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ব্যবহার করে বেনিয়মের অভিযোগ নিরসনে এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিতে চলেছে রাজ্য সরকার।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তার ওপর এবার থেকে নজরদারি চালানোর জন্য অত্যাধুনিক এই এআই প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র রোগীর ভুয়ো রিপোর্ট ও জাল কাগজপত্র তৈরি করলে তা তৎক্ষণাৎ হাতে নাতে ধরা পড়বে। জানা গেছে, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের একাধিক অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগী সামান্য অসুস্থতা নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে চিকিৎসা করেছেন। অথচ ওই হাসপাতাল একাধিক রোগের চিকিৎসার দরুন তাঁর জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ দেখিয়েছে। কখনও রোগী ছুটি হয়ে যাওয়ার পরও খাতায় কলমে অনেকসময় তাঁদের অতিরিক্ত কয়েকদিন ভর্তি দেখানো হচ্ছে। অনেকসময় ফটোশপের সাহায্য ভুয়ে রিপোর্ট তৈরির অভিযোগও উঠেছে। নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই এধরণের কারচুপি ধরে ফেলা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অপারেশন করা সাড়ে সাত হাজার চিকিৎসকের ওপর নজরদারি রাখতে নতুন একটি অ্যাপ চালু করা হচ্ছে। কে, কবে কোন রোগীর অপারেশন করলেন বা করবেন, তার বিস্তারিত তথ্য এই অ্যাপে তুলতে হবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে।

হাসপাতালের মধ্যেই রোগীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চিকিৎসাধীন রোগীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল হাসপাতালের এক গ্রুপ ডি স্টাফের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে নক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে টিটাগড় থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, রহড়া বন্দিপুরের বাসিন্দা এক মহিলার সম্প্রতি সিজারে সন্তান প্রসব হয় ব্যারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে। সেই সিজারের ফলে ইনফেকশন হয়ে যায়। তাই রবিবার ওই মহিলাকে হাসপাতালে আসতে বলা হয়। রোগীর মেসো শেখ মহম্মদ আলি জানান, এদিন দুপুরের দিকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকে ওকে বেডে নিয়ে যাচ্ছিল এক ওটি বিভাগের কর্মী। কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় থাকা ওই ওটি বিভাগের কর্মী তাঁর আত্মীয়াকে বেডে না নিয়ে গিয়ে মাঝ পথে রেখে দেয়। এমনকী তাঁর আত্মীয়াকে ওই ওটি বিভাগের কর্মী শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। তবে রোগীর পরিবার বিষয়টি ওয়ার্ড মাস্টারকে জানান। ওয়ার্ড মাস্টার অন্য এক কর্মীকে পাঠিয়ে রোগীকে বেডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঘটনায় অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের দাবিতে মহিলার আত্মীয় পরিজনরা সরব হন। এদিকে ঘটনার ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। অভিযোগ, ক্ষোভে রোগীর পরিবারের লোকজন অভিযুক্তের কোয়ার্টারে ভাঙচুর চালায়। পরিবারের তরফে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এসে কোয়ার্টার থেকে ৫৫ বছরের দেবেন্দ্রর কামাতিকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

৩/১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Rani Debnath S/o কানাই দেবনাথ ও Roni Debnath S/o. কানাই দেবনাথ একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি মোহামেদ ফিরোজ আমেদ মোল্লা পিতা- ঁ আব্দুল জলিল মোল্লা, ১২-১২-২৩ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে মোহামেদ ফিরোজ আমেদ মোল্লা ও ফিরোজ আহমদ মোল্লা উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম গ্রাম শ্রীনগর মধ্য পাড়া, পোষ্ট বাঙ্গালঝি পি.এস চাপড়া নদীয়া পঃবঃ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৪ ঠা মার্চ। ২০ শে ফাল্গুন। সোমবার। নবমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান। কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি র সুযোগ। আজ ন বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা কিছু সমস্যার মধ্যে থাকবেন। জয় জগন্নাথ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : বানিজ্য দ্বারা ক্ষতি। আজ সতর্ক থাকা শুভ। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। জয় শ্রী রামকৃষ্ণ বলুন। এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কেটে গেছে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি অর্থ বানিজ্যিক বিষয়ে শুভ। এখন শুধু সময়ের সাথে অপেক্ষা করে নতুন বিনিয়োগ করতে হবে। জয় শ্রী মধুসূদন বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের গোপন কথা আজ প্রকাশিত হবে। সতর্ক থাকুন। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা অনায়াসে আজ সফল হবেন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। শুধু যানবাহনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। শ্রী হরি বলুন পথ চলুন।

কন্যা রাশি : আজ প্রবীন নাগরিকের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হবে। আজ আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কথা থাকলেও কোন অজানা অচেনা মানুষর কারনে এক সমস্যা তৈরি হবে। পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। জয় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্কে একটু চিড় ধরবে। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বললে, সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা শুভ না। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি অনিশ্চিত। লেখক রা ধৈর্য ধরুন। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ হয়রানি কেটে যাবে। সমস্যা তৈরী হবে না ন ব্যাংক লোন নিয়ে। কোন এক বন্ধু গোপনে আপনার শত্রু তা করছে, প্রয়োজনে বুদ্ধি দিয়ে শত্রু কে বশে আনতে হবে। সরকারী কর্মীদের সাথে শুভ।

ধনু রাশি : আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা।

মকর রাশি : ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : আজ সম্মান প্রাপ্ত করার দিন। আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয়। সরকারী কর্মচারী দের সুখ বৃদ্ধি।

মীন রাশি : আজ সত্য উদ্ঘাটন হবত পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট থেকে মুক্তি। মনের মানুষ আজ আপনার যত্ন নেবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গারুলিয়ায় পিস হেভেনের উদ্বোধন করলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর রত্নেশ্বর শ্মশান ঘাটে রবিবার বিকেলে ছয় শয্যাবিশিষ্ট পিস হেভেনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর সাংসদ তহবিলের প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই পিস হেভেনটি নির্মিত হয়েছে। মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনে এসে সাংসদ বলেন, শ্যামনগর ও গারুলিয়া-সহ পাশ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক পরিবারের সদস্য কেউ পড়াশুনা কিংবা কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। সেই সকল পরিবারের কেউ মারা গেলে মৃতদেহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হত। সেদিকে নজর রেখেই এখানে ছয় শয্যা বিশিষ্ট পিস হেভেন গড়ে তোলা হয়েছে। এদিন গারুলিয়ায় ডানবার শ্রমিক লাইনের নবনির্মিত রাস্তাঘাটেরও উদ্বোধন করলেন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর সাংসদ তহবিলের প্রায় ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডানবার শ্রমিক লাইনের রাস্তাঘাট গড়ে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বহু বছর ধরে বন্ধ গারুলিয়ার ডানবার কটন মিল। মিল বন্ধের জেরে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাছাড়া শ্রমিক লাইনের যাতায়াতের রাস্তাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পরিণত ছিল। যাতায়াতের সুবিধার্থে শ্রমিক লাইনের রাস্তাগুলো নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান রমেন দাস, উপ-পুরপ্রধান অশোক সিং, সিআইসি গৌতম বসু-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা।

আগামী ৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে চলেছেন একাধিক প্রকল্পের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ সালের ৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওইদিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। কলকাতায় যে সব প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তাঁর জন্য আনুমানিক ব্যয় হয়েছে ১৫,৪০০ কোটি টাকা।

শহরাঞ্চলে সহজে যাতায়াত সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কলকাতা মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো সেকশন, কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো সেকশন, তারাতলা-মাজেরহাট মেট্রো সেকশন (যা জোকা- এসপ্ল্যানেড লাইনের অংশ)। একইসঙ্গে তিনি পুনে মেট্রোর রুবি হল ক্লিনিক থেকে রামওয়াড়ি, কোচি মেট্রোর রেল ফেজ ওয়ান এক্সটেনশনে প্রজেক্টের এসএন জংশন মেট্রো স্টেশন থেকে ত্রিপুনিথুরা মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেলের প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণ প্রকল্প, আগ্রার তাজ ইস্ট গেট থেকে মানকামেশ্বর, এবং দিল্লি- মেরঠ আরআরটিএস-এর করিডরের দুহাই থেকে মোদিনগর (উত্তর) পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী পুনে মেট্রো রেলের পিম্পরি চিনচওয়াড মেট্রো-নিগডি- পর্যন্ত মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণের শিলান্যাসও করবেন।

মেট্রোর এই সেকশনগুলোও যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় সাহায্য করবে এবং নিরবচ্ছিন্ন, সহজ ও আরামদায়ক সংযোগ প্রদান করবে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, হাওড়া ময়দান-কলকাতা মেট্রোর এসপ্ল্যানেড মেট্রো সেকশনে ভারতের কোনও শক্তিশালী নদীর নিচ দিয়ে প্রথম যাবে মেট্রো। এদিকে হাওড়া মেট্রো স্টেশন ভারতের সবচেয়ে গভীর মেট্রো স্টেশন। এছাড়াও, মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনও এক বিশেষ মেট্রো স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে কারণ, রেলওয়ে লাইন, প্ল্যাটফর্ম এবং খালের উপর দিয়ে বিশেষ দক্ষতায় তৈরি হয়েছে এই মেট্রো স্টেশনটি। অপরদিকে আগ্রা মেট্রো পরিষেবার উদ্বোধন করা হলে ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এই প্রসঙ্গে জানান, 'কলকাতার মানুষের জন্য এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহার। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।'

কোন সূর্যের আলো ওনার উপর পরে সেটা দেখার জন্যই তিনদিন উনি পাবলিসিটিতে থাকতে চান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার হাওড়ার শিবপুরের বাড়িতে বসে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বালিগঞ্জের বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল তাকে কটাক্ষ করে বলেন, উনি অনেকদিন ধরেই নিজেকে সূর্য সেনের মূর্তির নীচে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই কোন সূর্যের আলো ওনার উপর পড়ে, সেটা দেখার জন্যই তিনদিন উনি পাবলিসিটিতে থাকতে চান। উনি অনেক ধরেই মহান হওয়ার চেষ্টা করছেন, সকলেই করে, যদিও এই পরিকল্পনাটা অনেকদিন ধরেই করে চলেছেন। আজকে সিপিএম তাকে স্বাগত জানাচ্ছে, যদিও এরপর তিনি বিজেপিতে গেলে সিপিএম কি বলে সেটা শোনার অপেক্ষা।' এছাড়াও বাবুল আরও বলেন, 'উনি এতদিন বিচারকের আসনে বসে যে সমস্ত রায়দান করেছেন, ওনার রাজনীতিতে যোগদানের পর সেই রায় নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন উঠবে। সেগুলো নিয়ে

জাস্টিস গাঙ্গুলিকে কটাক্ষ বাবুলের

উচ্চ নেতৃত্ব বলবেন। যদিও তিনদিন পর উল্টে দেখি পাল্টে গিয়ে পবন সিংয়ের মতো হবে কিনা সেটাই দেখার।' পাশপাশি বাবুল মনে করিয়ে দেন উনি বিচারক থাকাকালীন অনেক নির্দেশ দিয়েছেন আর নির্দেশের বাইরেও উনি এমন কিছু আচরণ করেছিলেন, যেগুলোকে বিচারকসুলভ বলে মনে হয়নি।

ওয়ার্ল্ড হেয়ারিং ডে উপলক্ষ্যে মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে পার্ক হোটেলে আয়োজিত হল একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কলক্লেভ, যার শীর্ষক 'এক্সপ্লোরিং ইনোভেশন ইন হেলথ কেয়ার ডেলিভারি'। এদিন এমসিসিআই, সিকে বিড়লা সংঘবদ্ধভাবে বিশিষ্ট ইএনটি সার্জেন ডা. দুলাল বোসকে সংবর্ধনা জানায়।

আত্মনির্ভর ও বিকশিত ভারতের বুলেট ট্রেনে সওয়ার হয়েছি

নির্বাচনী জনসংযোগের প্রচারে আত্মবিশ্বাসী রথীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার সন্ধ্যাতে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর দিন রবিবার সকালে মধ্য হাওড়া জেলার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজা অর্চনা করে নিজের প্রচার শুরু করলেন হাওড়া সদর বিজেপি প্রার্থী ডঃ রথীন চক্রবর্তী। মধ্য হাওড়ার বিভিন্ন সরু গলিতে সরাসরি জনসংযোগের জন্য বাইকের পিছনে সওয়ার হয়ে সকালের প্রচার সাড়লেন বিজেপির প্রার্থী রথীন। বিকালে হাওড়ার ডোমজুড় এলাকাতে প্রচার চালাবেন বলেই দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। বিকালে দলীয় কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সদ্য নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য শমীক লাহিড়ি। দলীয় পতাকা নিয়ে বাইকে চেপে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে করে মধ্য হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘোরেন। রবিবারের নির্বাচনী প্রচারে তার সঙ্গে ছিলেন হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রাজ্য বিজেপি নেতা উমেশ রায়, মনোজ পান্ডে সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। রবিবারের প্রচারে বেরিয়ে রথীন বলেন, 'দেশের তলিয়ে যাওয়া অর্থনীতিকে ফের চাঙ্গা করে আমেরিকা, চীনের সামনে চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। স্বনির্ভর ও বিকশিত ভারত গড়ার যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন তাতে সমগ্র দেশের সঙ্গে এই রাজ্যের আর্থিক বিকাশ হওয়ার বুলেট ট্রেনে আমরা চড়েছি।'

বাড়ির নকশা অনুমোদন না পেলে ব্যাংক লোন, বিদ্যুৎ সংযোগ নয়

সুবীর মুখোপাধ্যায়

বাড়ির নকশা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোনও ব্যাংক লোন পাবে না। এমনকী বিদ্যুৎ সংযোগও মিলবে না। আর এই প্রেক্ষিতে এমন কড়া নির্দেশিকা কার্যকর করেছে বিধাননগর পুর নিগম। বাড়ির নকশার অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত যেন কেউ যেন কোনোও লোন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ না পায়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে বিধাননগর পুরসভা। আর এই ব্যাপারে ব্যাংক এবং বিদ্যুৎ দপ্তর রাজি হয়েছে। অবৈধ বাড়ি নির্মাণ রুখতে এবার এই নয়া পদক্ষেপ অবলম্বন করেছে তাঁরা।

গত কয়েক বছর ধরে রাজারহাট - গোপালপুর অঞ্চলে এলাকায় কিছু অসাধু প্রোমোটার এবং ব্যক্তির মদতে পুর আইনকে লঙ্ঘন করছে। এদের মধ্যে অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণের প্রবণতা বাড়ছে। এমনকী এই সমস্ত প্রোমোটার বাড়ি তৈরির জন্য বাড়ির নকশার অনুমোদন ছাড়াই অনায়াসে ব্যাংক লোন এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি থেকে সহজেই বিদুৎ সংযোগ পেয়ে যাচ্ছে ।

পুরসভার কর্তারা জানিয়েছেন, যে সমস্ত বাড়ি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছে, সেখানে মানুষ বসবাসের আগেই ভেঙে দেওয়া হবে। পুর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরকর্তারা মনে করছেন, একবার অবৈধভাবে নির্মাণ করা বাড়িতে মানুষ বসবাস করতে শুরু করলে, সেক্ষেত্রে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তাঁদেরকে। এই কারণে অবৈধভাবে নির্মিত বাড়ি ভেঙে দিতে তৎপর পুর কর্তৃপক্ষ। বেআইনি নির্মাণ ক্রমাগত বেড়ে চলায় উদ্বেগ বেড়েছে বিধাননগর পুর নিগমের কর্তাদের।

পুরসভা সূত্রে খবর, গত এক বছরে রাজারহাট -গোপালপুর এলাকায়, প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ অবৈধ নির্মাণ কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে। পুর আইনকে তোয়াক্কা না করেই এই অবৈধ নির্মাণ কাজ ক্রমশ বেড়ে চলায় কঠোর আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে পুর কর্তারা।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৪ মার্চ ২০২৪ ২০ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার

খাস কলকাতাতেও এবার শুরু হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় পা পড়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর। জেলায় জেলায় পৌঁছে গিয়েছে আধা সেনারা। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই বাংলায় এসে গিয়েছেন জওয়ানরা। শনিবার বঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়িতে পৌঁছন জওয়ানরা। তেমনই দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন তাঁরা। আর রবিবার বাহিনী পৌঁছল কলকাতায়।

রবিবার সকাল থেকে কসবা, পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকা, পঞ্চসায়র থানা এলাকা, সার্ভে পার্ক থানা, ইএম বাইপাস এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ সম্পন্ন হয়। সকাল থেকে সার্ভে পার্ক থানার অন্তর্গত কালিকাপুর এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল দিতেও দেখা যায়। ৯ জনের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটি টিম গোটা সার্ভে পার্ক এলাকা ঘুরে দেখেন। এদিকে রবিবার সকালে কসবার একটি কমিউনিটি হলে দেখা মিলল এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। এরপর প্রতিটি থানায় নির্দিষ্টভাবে এসে তাঁদের নিয়ে যান এক একটি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। প্রতিটি এলাকায় গিয়ে তাঁরা রুট মার্চ করেন। এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার থেকেই রুটমার্চ করার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর। স্বাভাবিকভাবে শনিবার জেলাতেও যে ছবি দেখা গিয়েছিল, এদিন তা কলকাতাতেও দেখা গেল। ভোটের আগে সাধারণ ভোটারদের মনোবল বাড়ানো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে কোথাও কোনও ভাবে অবনতি না হয় তাঁর কাজ করবেন তাঁরা।

এদিকে, রবিবার রাজ্য এসেছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এই দলে রয়েছেন ১৫ জন সদস্য। সন্ধ্যা ৬টায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকও করেন তাঁরা। এই বৈঠকে ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার, চিফ ইলেকশন কমিশনার রাজীব কুমার, ইলেকশন কমিশনের ডেপুটি কমিশনার।

মঙ্গলে ফের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদি, রাজভবনে রাত্রিযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিনদিনের মাথায় ফের বঙ্গ সফরে নরেন্দ্র মোদি আসছেন এমনটাই জানা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী অফিস সূত্রে। আগামী ৬ মার্চ বুধবার তাঁর বারাসতে সভা রয়েছে। যদিও সূত্রের খবর মঙ্গলবার রাতেই তিনি কলকাতায় চলে আসবেন। সেদিন রাতে থাকবেন রাজভবনে। পাশপাশি রাজনৈতিক মহলে জল্পনাও চলছে ওই দিন নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজভবনে রাত্রিবাসের পর বুধবার, ৬ মার্চ সকালে কলকাতায় সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন শেষে বারাসতের জনসভার উদ্দেশ্যে

রওনা দেবেন। সূত্রের খবর, ওডিশায় কর্মসূচি সেরে বিমানে করে মঙ্গলবার মোদি দমদম নামবেন। সেখান থেকেই সোজা রাজভবনে পৌঁছে যাবেন। এসপিজির কড়া নিরাপত্তায় গাড়ি চেপে রাত আটটা নাগাদ তাঁর রাজভবনে ঢোকার কথা। এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর এই দ্বিতীয়বার বঙ্গ সফর নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার বঙ্গসফর শেষে তিনি সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার চড়ে উত্তরপ্রদেশে রওনা দেবেন। সূত্রের খবর মঙ্গলবার রাত আটটার পর রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। তারপর বুধবার সকাল দশটা নাগাদ কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। সেই উদ্বোধন শেষে হেলিকপ্টার চেপে তিনি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এই বছর লোকসভা ভোটের আগে একই সপ্তাহে পরপর দু'বার মোদির বঙ্গসফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

ব্যারাকপুর সান্ধ্য সমিতি পাঠাগারের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর করলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর সান্ধ্য সমিতি সাধারণ পাঠাগারের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান রবিবার ঘটা করেই অনুষ্ঠিত হল। উক্ত পাঠাগারের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সাংসদ তহবিলের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এদিন নারকেল ফাটিয়ে নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদ বলেন, পাঠাগারের উন্নয়নে সকল সদস্যরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঠাগারে আরেকটি ভবনের খুব প্রয়োজন ছিল। সেই

ভবন নির্মাণ কাজের এদিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান তথা সান্ধ্য সমিতি সাধারণ পাঠাগার কমিটির সভাপতি উত্তম দাস, পাঠাগার কমিটির সম্পাদক তারক দাস, কাউন্সিলর সত্যজিৎ আচার্য, অধ্যাপক কানাইপদ রায়-সহ বিশিষ্টজনেরা।

বিমান নিয়ে বিমানবন্দরে বিভ্রাট

অবতরণের সময় লেজার আলোয় পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: সবুজ লেজার আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল চালক ও সহকারী চালকের। তাতেই দিক নির্ণয়ে সমস্যা হয়। আর তাতেই বিপত্তি দিক নির্ণয়ের। অবতরণের পরে এমনটাই অভিযোগ জানান পাইলট। শুধু তাই নয়, বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল বেঙ্গালুরু থেকে আসা কলকাতাগামী বিমান। শেষপর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শনিবার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর বিমান আই ৫ ৯৯২ অবতরণ করার সময় ৪.৫ নটিক্যাল মাইল দূরে নারায়ণপুরের দিক থেকে লেজার লাইটের সবুজ আলো ককপিটে ভরে যায়। তাতেই বিমানের চালক ও সহকারী চালকের মধ্যে খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সমস্যা হয় দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। এর ফলে বড় বিপদ ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা! তবে চালকের তৎপরতয় ১৮০ জন যাত্রী এবং ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে বিমানটি শনিবার রাত ১০টা ৫৩ মিনিটে বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এরপরই শনিবার রাতেই পাইলট সিকিউরিটি অপারেশনাল কন্ট্রোল সেন্টারে নালিশ জানান। এই ঘটনার

প্রতিকী ছবি

পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। যেহেতু নারায়ণপুরের দিক থেকে লেজার লাইটের সবুজ আলো দেখা গিয়েছিল সেই কারণে নারায়ণপুর থানায় সেই অভিযোগ পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় আসা ইন্ডিগোর ৬ই ২২৩ বিমানটি ১৬৫ জন যাত্রী এবং ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে আসার সময় একই ঘটনার কবলে পড়ে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আগরতলা থেকে কলকাতা আসা ইন্ডিগো ৬ই ৯৬১ বিমানটি ১৫৩জন যাত্রী এবং ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরের অবতরণ করার সময় ককপিটে লেজার আলোয় দিক নির্ণয়ের বিভ্রান্তি ঘটেছিল। পুনরায় বেঙ্গালুরু থেকে আসা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর বিমানে একই ঘটনার সম্মুখীন হতে হল। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, একাধিকবার বেসরকারি সংস্থার বিমান কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়ের করলেও লেজার লাইটের দাপট যে বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না তা প্রমাণ করল শনিবারের ঘটনা।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দেখতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: **দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভগ্নাবশেষ দীর্ঘদিন ধরে পড়েছিল কলকাতা এয়ারপোর্টে। এবার সেই ভগ্নাবশেষ নিয়ে যেতে গেয়ে বাধল মহা বিপত্তি। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে একটি লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে সেটি। বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও ক্ষতি হয় বিমানটির। আর এই ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটিকে দেখতে এদিন ভিড় জমে জাতীয় সড়কে।**

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনটি বের হতেই ঘটে দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়কের ধারে লাইটপোস্টে ধাক্কা মারে সেটি। যদিও বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে এই এয়ার ইন্ডিয়া অকেজো হয়ে যাওয়া বিমান সামনাসামনি দেখতে উপচে পড়ে ভিড়। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, বিমানটি অকশনে কিনে পঞ্জাবের একটি সংস্থা তা নিয়ে যাচ্ছে। এই বিমানটি দিয়ে তৈরি হতে পারে কোন রেস্তোরাঁ, হোটেল বা রাখা হতে পারে প্রদর্শনীর জন্যও। আর এই বিমানটি নিয়ে যাওয়ার পথে বিটি কলেজের নিকট এয়ারপোর্টে সীমানা থেকে প্লেনটি বের করতে গিয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা একটি লাইটপোস্টে ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কায় ভাঙে প্লেনের লেজ। তারপরেই ছড়িয়ে পড়ে প্লেন দুর্ঘটনার খবর। ভাঙা প্লেনের সঙ্গে চলে দেদার সেলফি। এয়ার ইন্ডিয়ার এই প্লেনটির নম্বর এয়ারবাস এ ৩১৯। বহু পুরনো এই বিমান। যা হয়তো মেরামতি করেও চলমান অবস্থায় আনার সম্ভব নয়। সেই কারণেই অকশান করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিকে সূত্রে খবর, সকালের দিকে রাস্তায় গাড়ির চাপ থাকার কারণে রাতের দিকে ওই ভগ্ন বিমানটিকে নিয়ে রওনা হবে পঞ্জাবের উদ্দেশ্যে।

এদিকে স্থানীয় এক সিকিউরিটি আধিকারিক জানান, এটিকে পঞ্জাবের একটি সংস্থা নিলামে কিনে নিয়েছে। তাঁদের কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই কারণে, বিমানটিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারের একটি গেট দিয়ে বের করা হচ্ছিল। সেই সময় গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় পোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারে। অনেকে ভেবেছেন প্লেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণে, অনেকেই এসে এই জায়গায় জড়ো হন।

জগদ্দলের মেঘনায় নবনির্মিত তিনটি গঙ্গা ঘাটের উদ্বোধনে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বহুদিন ধরে বেহাল দশায় পরিণত ছিল জগদ্দলের মেঘনা মোড় সংলগ্ন একাধিক গঙ্গার ঘাট। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নিত্যদিন স্নান করতে আসতেন বাসিন্দারা। তাছাড়া বেহাল ঘাটের দরুন ছট-সহ অন্যান্য পূজা-পার্বনে খুবই অসুবিধা হত পুণ্যার্থীদের। স্বভাবতই বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, বেহাল দশায় থাকা গঙ্গার ঘাটগুলোর সংস্কার করা। বাসিন্দাদের দাবি মেনে কয়েকমাস আগে নবনির্মিত দুটি গঙ্গার ঘাটের তিনি উদ্বোধন করেছিলেন। রবিবার আরও তিনটি নবনির্মিত গঙ্গার ঘাটের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। মূলত, তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থেই নতুন করে গড়ে উঠেছে ওই পাঁচটি গঙ্গার ঘাট। ঘাট উদ্বোধনে এসে সাংসদ অর্জুন সিং

বলেন, গঙ্গার ঘাটগুলোর পাড় ভেঙে গঙ্গার গ্রাসে চলে যাচ্ছিল। তাই নতুন করে ঘাটগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। ঘাটগুলোয় গার্ডওয়াল করে দেওয়া হয়েছে। সাংসদ আরও বলেন, ঘাট সংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্যায়ন বাড়ানো হবে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ।

গণস্বাক্ষর অভিযানের মধ্য দিয়ে এক সচেতনতার বার্তা বেসরকারি বাস মালিকদের

শুভাশিস বিশ্বাস

মার্চ মাসের তিনদিন ব্যাহত হতে পারে বেসরকারি বাস পরিষেবা। 'হতে পারে' এই শধবন্ধ প্রয়োগ করার কারণ একটাই, কারণ যে দাবিপত্র বেসরকারি পাঁচটি বাস সংগঠনের তরফ থেকে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কাছে দেওয়া হয়েছে তার মান্যতা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হলে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াতেই পারেন বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকরা। তবে এই তিনদিন বাস পরিষেবা প্রত্যাহারের আগে তিনদিনের এক গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচিও নিয়েছেন তাঁরা। আর এই গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ঠিক কী কারণে তা একটু খতিয়ে দেখতে গেলে বেসরকারি বাস মালিকদের সম্পর্কে আমজনতার ভাবনায় একটু বদল আসতেই পারে। কারণ, আমাদের মতো আম-জনতারা সব সময়েই মনে করে থাকেন তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের দিকটা নিয়েই চিন্তা করছেন। আদতে ঘটনা কিন্তু তা নয়।

বেসরকারি বাস মালিকেরা যে কটি ইস্যুতে এই গণস্বাক্ষর অভিযানে নামছেন তার মধ্যে একটি ইস্যু ধর্মতলা থেকে বেসরকারি বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সর্বপ্রথম জানা দরকার ঠিক কি কারণে ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর কথা উঠেছে। ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ডের অনতিদূরেই রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। পরিবেশবিদরা দাবি করছেন, বেসরকারি বাস থেকে যে দূষণ হয় তার জেরে ক্ষতি হচ্ছে এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের। দিনের পর দিন দূষণের জেরে জৌলুস হারাচ্ছে এই মেমোরিয়াল। যাক বাঁচানো আশু কর্তব্য। পরিবেশবিদদের এই দাবিকে মান্যতা দিচ্ছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, তিনিও এই শহরের একজন। ফলে শহরের কোনও ক্ষতি হলে ক্ষতিটা তাঁরও। তবে এর পাশাপাশি তিনি যে পরিসংখ্যান সামনে আনছেন সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার পরিবেশবিদ থেকে প্রশাসনের কর্তাদের। তপনবাবু দাবি করছেন, এই শহরে বাস চলে ১,২০০-১,৫০০টি।

সেখানে অন্যান্য যানের সংখ্যা ১৩ লক্ষের কাছাকাছি। ফলে অনুপাতিক বিচারে বাসের সংখ্যায় ঠিক কতটা পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আর এই প্রসঙ্গেই তপনবাবুর পরামর্শ অন্যান্য মেট্রোপলিটন সিটিতে কি ভাবে পরিবেশ দূষণ আটকানো হয় তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এই রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তা থেকে পরিবেশবিদদের।

একইসঙ্গে ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড অন্য কোথাও সরানো হলে অসুবিধায় পড়বেন আম-জনতাই এমনটাই দাবি জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদকের। কারণ, বেসরকারি বাস আমজনতার সড়ক পরিবহণে লাইফ-লাইন। আর সেই কারণে প্রতিটি মেট্রো সিটির মধ্যস্থলেই তৈরি করা হয় বাস টার্মিনাস। যার সঙ্গে সহজ যোগাযোগ থাকে রেলপথ থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিবহণেরও। সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে ধর্মতলা থেকে সম-দূরত্বে অবস্থান করছে হাওড়া এবং শিয়ালদা রেল স্টেশন। রয়েছে মেট্রোর সংযোগও। ফলে কোনও ব্যক্তি যদি প্রথম কলকাতা শহরে পা রাখেন তাহলে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতে একটুও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় একটিবারের জন্য ধর্মতলা চত্বরে পা রাখলেই। সাধারণ মানুষেরও বাস পরিষেবা পেতে অনেকটাই সুবিধা হয় শহরের কেন্দ্রস্থলে বাস টার্মিনাস থাকলে। কিন্তু তার বদলে যদি শহরের কোনও প্রান্তে এই টার্মিনাস তৈরি করা হয় তাহলে বেসরকারি বাস পরিষেবা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে সাধারণ মানুষের কাছে।

শুধু তাই নয়, এই টার্মিনাস শহরের এক প্রান্ত নিয়ে গেলে বাড়বে মানুষের খরচও। সময়ও অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা সমানভাবে থেকে যাচ্ছে। কারণ, বিশেষ কোনও বাস পেতে গেলে শহরের প্রান্ত পৌঁছাতে যানের খরচ অতিরিক্ত তো দিতেই হবে সঙ্গে নষ্ট হবে সময়ও। ফলে ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড সরানোর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আম-জনতাকে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকেরা। এরই পাশাপাশি আমাদের এটাও নজরে থাকার দরকার যে এই বেসরকারি বাস টার্মিনাস তৈরি হওয়ার ফলে এখানে গড়ে উঠেছে অনুসারি শিল্পও। নানা ধরনের জিনিস মেলে এই বাস টার্মিনাসকে কেন্দ্র করে। বহু টাকার লেনদেনের সঙ্গে বহু পরিবারের দিন গুজরানও হয় এই অনুসারি শিল্পের হাত ধরে।

এই মুহূর্তে শুধু ভারত বা বাংলা বলেই নয়, কাজের বাজারে এক মন্দা দেখা দিয়েছে বিশ্ব জুড়ে। সেখানে এই ধরনের এক বিরাট অনুসারি শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে এই বাস টার্মিনাস সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হলে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল কলকাতার বইমেলার হাল। কলকাতা ময়দান থেকে তা সরিয়ে বাইপাসে নিয়ে যাওয়ার ফলে অনেকটাই ঔজ্জ্বল্য কমেছে বইমেলার। করুণাময়ীতে যাওয়ার পর একটু শ্রীবৃদ্ধি হলেও সেই বইমেলার স্বাদ কিন্তু এখনও পাচ্ছেন না আমবাঙালি। ফলে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের ভালোটা বোঝার সময় এসেছে আমবাঙালির সামনে, এমন ধারনা থেকেই মার্চের তিনদিনের এই গণস্বাক্ষর অভিযানের ডাক বেসরকারি বাস মালিকদের।

এবছর গরম বাড়বে, সতর্কবাণী শোনাল দিল্লির মৌসম ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসন্ত আসতে না আসতেই বড় সতর্কবাণী শোনাল মৌসম ভবন। এবছর গরম বাড়বে, পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। মার্চ মাসে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছু রাজ্যে। থাকবে তাপপ্রবাহ। তবে এপ্রিল ও মে মাসে দাবদাহে পুড়তে পারে দেশের বেশ কিছু রাজ্য। সঙ্গে এও জানানো হল, পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে দেওয়া আইএমডির সর্বশেষ পূর্বাভাস জানাচ্ছে, গরমে এবার জানান দেবে মার্চ থেকেই। আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুসরে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এল নিনোর প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে কিন্তু এখনও বেশ শক্তিশালী এবং মে মাস পর্যন্ত এর প্রভাব চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে এবার আরও বেশি তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, এ বছর দেশে তাপমাত্রার পারদ আরও বেশি ঊর্ধ্বগামী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) এল নিনো পরিস্থিতির কারণে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, মধ্য এবং উপদ্বীপের ভারতের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকা ছাড়া মার্চ থেকে মে পর্যন্ত দেশের বেশিরভাগ অংশে স্বাভাবিক দিন ও রাতের তাপমাত্রার পূর্বাভাস দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আইএমডি জানিয়েছে, দেশের বেশিরভাগ অংশে সর্বনিম্ন বা রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হতে পারে। পেনিনসুলার ইন্ডিয়া, উত্তর-পূর্ব, পশ্চিম মধ্য অঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমের বেশিরভাগ অঞ্চলে মার্চ মাসে মাসিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইএমডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'হিমালয়ের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকা বাদে দেশের বেশিরভাগ অংশে রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হতে পারে। আর এ জানানো হয়েছে, মার্চ মাসে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সংখ্যাও বেশি থাকবে যার ফলে পূবালি হওয়ার সংঘাতে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা মার্চ মাসে। তবে এবারে হিট ওয়েভের সংখ্যাও বেশি থাকবে মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তবে উপকূলের এলাকাগুলিতে হিট ওয়েব স্বাভাবিকই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে সোমবার দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে বইতে পারে হালকা ঝোড়ো হাওয়া। হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার।পাশাপাশি দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গে সোমবার বৃষ্টির বাড়ার সঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাড়বে তাপমাত্রাও এমনটাই জানাচ্ছে আবহাওয়া অফিস। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাড়বে তাপমাত্রাও। মেঘলা আকাশ থাকবে সঙ্গে দিনও রাতের তাপমাত্রা বাড়বে। সোমবার পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর।

সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কলকাতায়। এরপর মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। রবিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৫ থেকে ৯৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২১ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সম্পাদকীয়

আজকের দিনে হাতির হানায় মৃত্যু চলতেই থাকবে, এটা মানা কঠিন

হাতির হানায় মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, চাকরির পরীক্ষা না দিয়ে, শুধুমাত্র অনুকম্পাজনিত কারণে যদি চাকরি হয়, তবে শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীরা কী করবেন? পরিবারের এক জনকে চাকরি দেওয়া মুখের কথা নয়। হাতির হানায় মৃত্যু বন্ধ হবে কী করে, সে প্রশ্নটাও করা দরকার। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান থেকে হাতি কোনও দিন যাবে না। তাদের তাড়িয়ে এ-বনে ও-বনে রাখা হবে, চলবে উৎপীড়ন। হাতিরা আজ বড্ড অসহায়। এ-জঙ্গল ও-জঙ্গলে দৌড়তে গিয়ে শাবকেরা মারা যাচ্ছে, বা দলছুট হচ্ছে। বনবিভাগও খাল কাটছে, ইলেকট্রিক ফেন্সিং দিচ্ছে। অগত্যা হাতির পাল কৃষকের জমির উপর দিয়ে যাতায়াত করছে। জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। মাটি বা টিনের ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে। পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা ও বাঘমুণ্ডির অর্থনীতি নির্ভরশীল পর্যটনের উপর। অথচ, এই সব এলাকায় বুনো হাতির উৎপাত বছরভর। বাঁকুড়া জেলার অবস্থা আরও ভয়াবহ, ২০২৩ পড়তে না পড়তেই এ পর্যন্ত অন্তত চার জন হাতির হানায় প্রাণ হারিয়েছেন; ১০ জানুয়ারি বড়জোড়ার মঙ্গল বাউরি এবং ঝরিয়ার তুলসী বটব্যাল, ১৮ জানুয়ারি বেলিয়াতোড়ের সাগরাকাটার কালিদাস বাউরি, ৩০ জানুয়ারি সোনামুখীর রাঙাকুলের জঙ্গলে হুলাকর্মী গুরুদাস মুর্মু। তবুও সাধারণ মানুষের সম্পত্তি রক্ষার্থে হাতি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। 'হচ্ছে-হবে' বলে দায়সারা গোছের বিবৃতি দিয়ে চলেছেন অফিসারেরা। হাতি মারমুখী হয়ে পড়লে বনবিভাগ ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে ছেড়ে আসে। যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা, সন্দেহ নেই। তবে বনবিভাগের সঙ্গে বনসংলগ্ন মানুষ তেমন সহযোগিতা করছেন না। বন সুরক্ষা কমিটিগুলোও তৎপর নয়, হাতির গতিবিধি সম্পর্কে বন বিভাগের সতর্কতার প্রতি কমিটিগুলি উদাসীন থাকে। রাজনৈতিক প্রভাবে বন আধিকারিকদের অসহায় হলে চলবে না। সর্বোপরি, হাতিদের পিছনে লাগেন এক শ্রেণির মানুষ। হাতির পালের দিকে পাথর ছুড়ে, পটকা ফাটিয়ে, কৃষিজমিতে ইলেকট্রিক তার ফেলে রেখে, জমির জলে বিষ মিশিয়ে রাখেন অনেকে। এগুলোর প্রতি নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। বনবিভাগে এখন বনসহায়ক পদে নিয়োগ হওয়ায় কাজের লোকের অভাব নেই। আছে বিট অফিস, রেঞ্জ অফিস। মুখ্য বনপালের অফিসও এখন জঙ্গল দূরত্বের কাছাকাছি দুর্গাপুর শহরে। তবুও হাতির হানায় মৃত্যু চলতেই থাকবে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন।

আনন্দকথা

যদি ওই মাটির প্রতিমাপূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না — তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার! আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি — না আমার তাঁর উপর ভক্ত হয়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!" জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

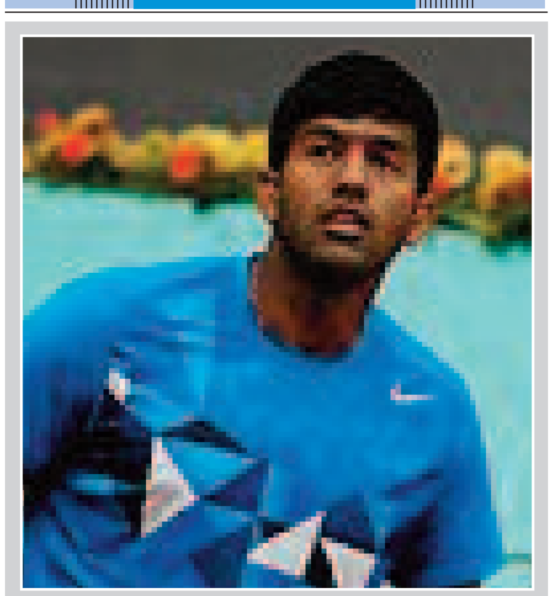

রোহন বোপান্না

১৮৫৬ বিশিষ্ট লেখিকা তরু দত্তের জন্মদিন।
১৯২২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দীনা পাঠকের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় রোহন বোপান্নার জন্মদিন।

কুমুদ কথায় অজয়

তন্ময় কবিরাজ

'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চলার শেষ ও নদীরে...' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই কালজয়ী গানের কথাই মনে এলো কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে অজয় নদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে। কারন কবি কুমুদ রঞ্জনের জীবনে মিশে গেছে অজয়ের স্রোত। রূপসী বাংলার মাধুর্য্য খুঁজতে গিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ পেয়েছিলেন গাঙ্গুর-বেহুলা, জীবন সংগ্রামের ইতিকথার জীবন্ত দলিল হয়ে রয়েছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মা, বা কখনও তারাশঙ্করের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের কাছে নদী কেবল চলমান স্রোতের গতিধারা নয়, তিনি অজয়ের মধ্যেই গ্রামীণ জীবনের উঠানামার গল্প রচনা করেছেন। অজয় কবি কুমুদ রঞ্জনের সুখের কাব্যিক মেটাফরে সীমাবন্ধ থাকেনি, বরং পথচলতি জীবনের সাক্ষ্য বহন করা বন্ধু। তাই হাজার বিপত্তি কাটিয়ে তিনি বলেন,'অভয় মাগি মনের কথা বলতে পারি কি/উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।' কবিতায় আমার শব্দের অর্থ শুধু ব্যক্তি কবিই নন, বরং তার সঙ্গে জড়িত নদী তীরবর্তী জীবন। নদীর বাধা থাকলেও নদী মাত্রিক বাংলাদেশে নদীকে ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। আয়ারল্যান্ডের 'রাইডার্স টু দ্যা সী' নাটকে মরিয়া নদীতে তাঁর সব সন্তানদের তিনি হারিয়েছেন, আবার নদীই তাঁর জীবিকার উৎস। নিয়তির এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই এক স্বতন্ত্র জীবন বয়ে চলে যাকে যুক্তি বুদ্ধিতে সবসময় গ্রহণ করা অসম্ভব। কবি কুমুদ রঞ্জন তাঁর প্রিয় অজয়ের উদ্দেশ্যে লিখছেন, 'অজয় আমার ভাঙবে গৃহ, হয়তো দুদিন বই/তবু তাহার প্রীতির বাঁধন টুটতে পারি কই?/সে তো কেবল নদ নহেক, নয়ক সে জল/সে তরল গীতগোবিন্দ চৈতন্যমঙ্গল।' অজয়ের বানের ভাঙন আসবেই। জীবনের দুর্দশার কাছে মানুষের কি করার আছে? নিয়তির কাছে সব সঁপে দিলেই সবাইকে ভালবাসা যায়। কারন কবি জানেন, এই অজয়ের তীরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, আবার এই অজয়ের কৃপায় 'বনকে করে শ্যামল এবং মনকে করে সমৃদ্ধি।' কবি অজয়ের তীরে যেমন গ্রাম্য জীবনকে উপভোগ করেছেন, তেমনই অজয়ের ধারে তিনি খুজেঁ বেড়িয়েছেন ইতিহাসের গলিপথ। অজয় যেনো কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের বারানসির গঙ্গা , যার তীরে কাশী বিশ্বনাথ থেকে মনিকর্নিকার চির আগুনে মিশে গেছে পুরাণের সঙ্গে বিশ্বাস যা আজও প্রবাহমান। অজয়ই হয়ে উঠেছে কবির কাব্য প্রেরণা, মঙ্গল বৈষ্ণব কাব্যের আঁতুড়ঘর। তিনি তাঁর 'লোচনদাস' কবিতায় লিখেছিলেন, 'অজয়ের তীরে রহিতেন কবি পর্ণকুটিরবাসী/লোষ্ট্র সমান দূরে কত ত্যক্ত বিভর রাশি।' শুধু অজয়কে ভালোবেসে তিনি তাঁর কবিতায় ছন্দে এনেছেন পরিবর্তন, উপমা হয়েছে সহজ সরল, আরোও শ্রুতিমধুর। বক্তব্যের বিষয়কে কবি একই রেখে দিয়েছেন, শুধু পরিবেশনে এনেছেন নতুনত্ব। তাই কুমুদ রঞ্জনের কবিতায় ক্লান্তি নেই। বরং নতুনের স্বাদে আরোও কিছুটা সময় অজয়ে ডুবে থাকা যায় অরূপ রতনের আশায়। 'আমাদের সঙ্গী' কবিতায় কবি লিখেছিলেন, 'অজয়ের ভাঙনেতে করে বাড়ি ভঙ্গ/তবু নিতি নিতি হেরি নব নব রঙ্গ।' কবিতায় উঠে এসেছে কবির নিজের কথা। নদীর সঙ্গে লড়াই করার ইতি বৃত্তান্ত।' আমার বাড়ি 'কবিতায় সেই কথাই প্রতিফলিত হয়েছে, 'বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে/জল সেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।' আবার কখনও ভাঙনের গল্প ভুলে কবি হারিয়ে যায় হারান দিনের নস্টালজিয়াতে। অজয় নদের অ্যালবামে সযত্নে লালিত শৈশবের ফেলে আসা দিনলিপি। তাই 'বকুল তরু' কবিতায় কবি লিখেছিলেন, 'পাঁচশো বছর হেতাই ছিল প্রাচীণ বকুলগাছ/অজয় নদের ভাঙনেতে পড়লে ভেঙ্গে যায়।' শৈশব যেমন অজয়কে দেখেছে, তেমনই অজয়ও আসতে আসতে মুছে দিচ্ছে ছেলেবেলার সব স্মৃতি। অভিমান যন্ত্রণার মধ্যে নদী বড়োই নীরব। দুজন দুজনের সমান্তরালে হেঁটে গেলেও কেউ কারো খবর রাখে না। তবু জীবন আর নদীর নিবিড় সম্পর্কের যে দর্শন রচিত হয় তার টানেই সভ্যতার ভীত গড়ে উঠে এই নদের তীরে।বড়ো বিচিত্র। বড়ো মোহময় নিজেকে জানা, নিজেকে চেনা। যাকে দেখে অভিমান বাসা বাঁধে, আবার তার জীর্ণ রুগ্ন অবস্থায় মন খারাপ করে। 'শীতের অজয়' কবিতায় কবি সমব্যাথী হয়েছেন কারন শুকনো অজয়ের আজ জলধারা স্থিমিত। তাঁর কল্পনায় অজয় তো শিশু যার বিকাশে দরকার মায়ের স্নেহ ভালবাসার পরশ। অনাহারে জীর্ণ অজয়কে দেখে কবির হৃদয় আন্দোলিত হয় কারন অজয় তাঁর প্রানের প্রতিবেশী। কবি স্বার্থপর নয়।প্রতিবেশীর কষ্টে তাঁর মন কাঁদে। তিনি লেখেন, 'সিকতায় লীন শীর্ণ সলিল ধারা/আজ জননীর স্নেহ হতে যেন হারা।' কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক মনে করেন,তিনি তাঁর ভাবনায় সুখী।তিনি তো কবি। আর চিন্তা মননের পথেই তো একজন কবি হেঁটে বেড়ান, আনন্দ উপভোগ করেন যা পরবর্তীকালে পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 'কবিতার সুখ' কবিতায় তাই কুমুদ রঞ্জন স্বীকার করেন, 'কবিতা লিখিয়া পাইনি অর্থ, পাইনি নি কোনো খ্যাতি ভাই/হয়েছি স্বপ্ন বিলাসী অলস অনিযোগ দিবারাতি তাই।' কবি প্রাসঙ্গিক দ্বন্দ্ব বা বিষয়কে তুলেছেন - খ্যাতি বনাম সুখ। তিনি অর্থের মধ্যে জীবনকে দেখতে পাননি। নীরব বস্তুতে পরখ করেছেন প্রাণের স্পন্দন, যেখানে চলে হৃদয়ের দেওয়া নেওয়া। কবি কুমুদ রঞ্জনের সৃষ্টিতে রয়েছে সংশয়। তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর কবিতা পাঠযোগ্য। 'কবিমানস' কবিতায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বন্ধুরা কন আমার কবিতা কেহই পড়ে না শুনি/পড়িবার মত কি আছে তাহাতে কেন পড়িবেন শুনি।' টু বি আর নট টু বি এর শ্বাশত দ্বন্দ্বের প্রতিমূর্তি তিনি। মনের ভেতরে অবিরাম কনফ্লিক্ট এর গতিতে সৃষ্টি হয় একের পর এক অনবদ্য সব কবিতা। থেমে যাওয়া নয়, প্রতিদিন জীবনকে শুধরে নিয়ে এগিয়ে যাবার কথাই বলতে ভালোবাসেন কবি কুমুদ রঞ্জন। কবি দেখেছেন, নদীকে ঘিরে রাজনীতি, সামাজিক শোষণ। বন্যার কবলে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান যখন শাসকের রাজধর্ম তখন সেই শাসকই তার প্রজাকে অনুগত ভৃতে পরিনত করে, যাতে সে তার মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। বারবার বন্যা হয়েছে। অতি বৃষ্টিতে সেটাই স্বাভাবিক। দরকার নদী সংস্কার। কবি বলছেন, 'বন্যা হয়েছে হয়েছে এবং প্রতিকার নাই যবে।' বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা কবি তাই নিজেই বলে দিচ্ছেন, 'ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে বন্যা ব্রিগেড গড়িতে হবে।' কারণ কবি মনে করেন, গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গ্রামই সভ্যতার সোপান। শাসককে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'পল্লী হতেছে অবাসযোগ্য রুক্ষ হে ভগবান/শহর বাঁচুক সঙ্গে তাহার পল্লীকে বাঁচাইও/.. রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আলিছে কম্বল পিছু পিছু।' বন্যতে জীবন দুর্বিষহ, গৃহহীন, ভেসে গেছে বসতবাড়ি। 'অজয়ের প্রতি' কবিতায় কবি প্রতিবাদ করেন তাঁর প্রিয় অজয়ের বিরূদ্ধে, 'তোমার এ বারি নয় তো অজয় - এ বারি গরল ভরা/তোমার স্নেহের কনা নাই এতে এ শুধু বিষের ছড়া।' কবি বিশ্বাস করতে পারছেন না ভালবাসা এতো নির্মম। প্রেম যেমন গড়তে জানে তেমনই ভাঙতেও জানে। শূন্যতায় যে যাত্রার শুরু শূন্যতাতেই তার ইতি। দর্শন সরণে এ পদার্থবিদ্যা বড্ড জটিল অথচ মৌলিক। তাই আক্ষেপের মধ্যেও ত্যাগের বার্তা লুকিয়ে, 'কতো বার বাড়ী ভাঙ্গিলে তুমি হে - গড়ি বা আমি কত/বিপদ যে তোমার দুর্দমনীয় - বড়োই অসংগত।' কবি কুমুদ রঞ্জনের কবিতায় তাই পল্লীজীবনের সাহিত্য ভাবনায় যেমন প্রাণের বাংলার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসাকে উজার করে দিয়েছেন আবার কখনও সমাজজীবনে তিনিই রচনা করেছেন ব্যঙ্গ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের স্বাদে ফিরে যান সাবেক বাংলার তুলসিমঞ্চ, সন্ধ্যা প্রদীপ,মঙ্গল শঙ্খর ইতিহাসে। তবে এতো কথা,এতো গল্পের আড়ালে বয়ে গেছে অজয়, এ যেন ব্রিটিশ কবি ওয়ার্দওয়ার্থের টেমসের রূপকথা। কবি কুমুদ রঞ্জনের আর অজয় সমার্থক। অজয়ের পাড়েই বসেই তার জেগে উঠে বাঙালি সত্তা। তিনি লেখেন, 'আমরা বাঙালি হয়তো বা বটি দুষি/মোদের নিন্দাকে যার যত খুশী।' অজয়কেই তিনি তাঁর সব অব্যাক্ত ব্যাক্ত করেছেন। কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের কাছে অজয়ই সেই ক্ষুধিত পাষাণ বা জসীমউদ্দীনের নকশি কাঁথার মাঠ যা আজও প্রবাহের স্রোতে কথা বলে যায়।

এক সংগ্রামী নারীর করুণ কাহিনি

দীপংকর মান্না

৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। আজ আপনাদের এক নারীর গল্প শোনাবো। ভুল বললাম। একেবারে বাস্তবের গল্প। এই নারীর বেঁচে থাকার গল্প। আর একটু খুলে বলি, এই নারীর লড়াই, জেদ ও ত্যাগের গল্প। এই গল্পে যেমন প্রেম আছে, তেমনই আছে কঠিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ব্রত।

হাওড়া ও হুগলি সীমান্তের এক প্রান্তিক গ্রাম মানশ্রী। গ্রামটি বেশ বড়। তাই গ্রামটির দুটি ভাগ, উত্তর ও দক্ষিণ মানশ্রী। উত্তর মানশ্রীর এক কৃষক বাড়ির নারী মৌটুসী মন্ডল। ছোট থেকেই মৌটুসী পরশ্রীকাতর। ছুটে যায় কারোও আপদে বিপদে। তাই মৌটুসীর সখ নার্স হয়ে মানুষের সেবা করা। মা-বাবার কাছে মৌটুসী পেয়েছে সততার ব্রত, আগিয়ে চলার সাহস।এহেন মৌটুসী পেয়ে যায় একই মানসিকতার এক প্রিয়জনকে। দক্ষিণ মানশ্রীর প্রেমিক কুন্তল গায়েন। প্রেমের নানা বাধা বিপত্তির হার্ডল পেরিয়ে বসে যায় একেবারে বিয়ের পিঁড়িতে। এখন মৌটুসী গৃহবধূ। স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার। আর হ্যাঁ, প্রথম থেকেই মৌটুসী পেয়ে যায় বন্ধু ও দেবতার মতো শাশুড়ি মা।

আর পাঁচটা নারীর মতো এই গল্প অনেকের সাথে মিলে যায়। তাহলে মৌটুসীর গল্প শুনে আমাদের কি লাভ। কেন নারী দিবসে মৌটুসীর কথা। তাহলে এবার বলি মৌটুসীর করুণ কথা, জটিল জীবনযাত্রার কথা।

বাড়িতে মৌটুসীর স্বামীর মৃতদেহ। মৃতদেহ-র চরণ ছুঁয়ে মৌটুসীকে যেতে হয় কলকাতায়, নার্সিং এর শেষ পরীক্ষা দিতে। কলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরলে হয় মৌটুসীর স্বামীর সৎকাজ। বাকহারা-নীরব, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে এদিক ওদিক। মৌটুসীর তখন চার বছরের ছেলে আর আড়াই বছরের মেয়ে। ছেলেমেয়ে আঁকড়ে শুধু কান্না আর কান্না। বারবার ডেকেছে ভগবানকে। ভগবান আমাকে শক্তি দাও। আমাকে বাঁচতে দাও।

সেদিন দাঁতে দাঁত চেপে নিজের কাছে আমি শপথ নিয়েছে মৌটুসী। তাকে বাঁচতেই হবে। ধরতে হবে সংসারের হাল। মানুষ করতে হবে আমার ছেলেমেয়ে।

এমনই জটিল বেদনাময় সংসার জীবন।

মৌটুসী স্বামী সুখ পায় মাত্র সাত বছর। তারপর শুধু লড়াই আর লড়াই। বেঁচে থাকার লড়াই। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার লড়াই।

সংসার জীবনের চার বছর পর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অক্সিলিয়ারি নার্স মিডওয়াইফ পদে (এএনএম) আবেদন করে মৌটুসী। ইন্টারভিউয়ে সিলেকশন-ও হয়ে যায়। মাসখানেক পর ট্রেনিং এর চিঠি-ও এসে যায়। তখন মৌটুসীর পেটে তখন ন'মাসের বাচ্চা। মনের ভেতর চিন্তা। কিভাবে আমি ট্রেনিং নেবে। অবশেষে মুশকিলাশন। আমি সন্তান প্রসবের ৬ মাস পর যেতে পারবো ট্রেনিং-এ। মনে তখন হালকা হাসি। কিন্তু দু' বছরের পুত্র ও ছ'মাসের কন্যাকে ফেলে কি করে যাই আবাসিক ট্রেনিং-এ। সাহস দেয় মৌটুসীর দুই মা, নিজের মা আর শাশুড়ি মা। ছেলেমেয়ে রেখে মৌটুসী চলে যায় দু'বছরের আবাসিক নার্সিং ট্রেনিং-এ। দেড় বছর ট্রেনিং চলার পর এক সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে খবর পায়, মৌটুসীর স্বামীর চোখের রেটিনায় স্টোক হয়েছে। এই কথা শুনে তড়িঘড়ি বাড়ি চলে আসে মৌটুসী। এবার চলে স্বামীকে সুস্থ করার লড়াই, দৌড়ঝাঁপ। চিকিৎসায় সেরে যায় স্বামীর চোখ।চোখে দেখে আলো। হাঁপ ছেড়ে মৌটুসী।

আবার শুরু ট্রেনিং এর বাকি অংশ। যথারীতি শেষ হয় নার্সিং এর ট্রেনিং। এবার পরীক্ষার পালা। কলকাতায় থেকে দিতে হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা চলছ।আর একটা পরীক্ষা বাকি। পরীক্ষা শেষে ফোনে কথা বলি স্বামীর সাথে। কথা বলতে বলতে বুঝতে পারি কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। বাড়ি জুড়ে কান্নার শব্দ। সব শেষ, সেরিব্রাল স্টোকে আমার স্বামী মৃত।রাত্রিরেই আমি কলকাতা থেকে চলে আসি বাড়ি। আমার মুখে ভাষা নেই।চোখ দিয়ে শুধু জল আর জল। এই সময় ভগবানের মতো শক্তি ও সাহস দেয় আমার শাশুড়ি মা।

এই দুঃখ বেদনার মাঝে মৌটুসী খবর পায়,সে নার্সিং পরীক্ষায় পাস করেছে। চাকরিও পেয়ে যায় এএনএম পদে। ছেলেমেয়ে সংসার সামলে আমার শুরু নতুন জীবন। আত্মত্যাগ, আত্মবিশ্বাস, সততা আর লড়াই মৌটুসীর জীবনে এনেছে সাফল্য। মানুষের সেবা আর ভালোবাসায় মৌটুসী আজ কষ্টের মধ্যেও সুখী। ছেলে কৌস্তব গায়েন একাদশ, আর মেয়ে অঙ্গীরা গায়েন নবম শ্রেণির ছাত্রী। দু'জনেই পড়াশোনায় ভালো। ভালো ছবি আঁকতে পারে। মৌটুসীর একমাত্র স্বপ্ন মানুষের সেবার মাঝে ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠা করা।

এখানেই শেষ নয় মৌটুসীর জটিল জীবনের গল্প। মৌটুসী-ও জটিল পায়ের অসুখ থেকে বেঁচে আসে।নিতে হয় দশাধিক 'রে'। এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত লড়াই, এর মাঝেও মৌটুসী কেবল বেঁচে আছে সততা, আত্মবিশ্বাস আর সাহসের জোরে। নারী দিবসে মৌটুসীকে কুর্ণিশ।

পুস্তক পরিচয়

দ্য হান্টসমেন: রহস্য গল্প সংকলন কাহিনি বৈচিত্রে খুবই আকর্ষক

সত্যব্রত কবিরাজ

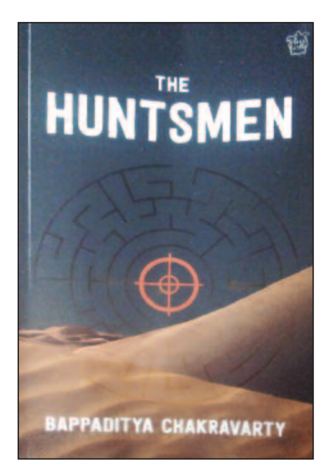

যুগে যুগে গোয়েন্দা গল্প মানুষের কাছে চরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে এসেছে। তার উল্লেখ্যযোগ্য উদাহরণ কল্পিত গোয়েন্দা শার্লক হোমসের মৃত্যুকে সেখানকার মানুষ মেনে নিতে পারেনি। তাই লেখক কোনান ডয়েলকে আবার তাই নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে শার্লককে জীবিত করতে হয়েছে। রহস্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা আগ্রহ থেকেই এমনটা ঘটতে দেখা যায়। রহস্য উন্মোচন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গল্প পড়াও শেষ করতে পারে না পাঠক। চর্চিত দ্য হান্টসমেন গ্রন্থে লেখক বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী ভূমিকার পূর্ববতী অধ্যায় হিসেবে তাঁর গল্পের কুশীলবদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে ব্রিগেডিয়ার পরমজোত সিং এক অনামী গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান , তিনি কেবল প্রধানমন্ত্রীর কাছেই জবাবদিহি করে থাকেন। রুদ্র সেনগুপ্ত : গোয়েন্দা সংস্থার বরিষ্ঠ প্রতিনিধি, তিনি আবার বিশেষ বাহিনীর প্রাক্তন কর্মী। বিজয় উপাধ্যায় : একই সংগঠনের প্রতিনিধি। সান্থানাম আকা সান্থা : সংস্থর অতিদক্ষ রেসিডেন্ট কম্পিউটার কর্মী। সুস্মিতা : নবীন জীববিদ্যা বিশারদ, যিনি অপহৃত হন উগলিদের দ্বারা। শর্মিলা : নবীন চাট্যার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, একই দলের দ্বারা অপহৃত হন । ডেরেক ও কনোর : একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। জন বেবি ম্যাকএলিস্টার : রয়েল নেভির প্রাক্তন কর্মী এবং চিফ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার। বেন ওয়াইল্ডার : এক চোর। গ্রেগরি বেটম্যান : স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর। হেরাল্ড রাসমুসেন : ইউরোপোলের বরিষ্ঠ অফিসার। এরা সকলেই ভাল চরিত্রের ভূমিকায়। কার্ল ফোর্বস : রাডোসেভিকের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার ,। এলেনা : রাডোসেভিকের গার্লফ্রেন্ড। এদের একটু বদ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। খুবই কুৎসিত চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে : রাডোসেবিক : প্রাক্তন সার্বিয়ার শেডি কোটিপতি। রায় : এক সার্বিয়ার কুখ্যাত খুনী,সার্বিয়া সিক্রেট পুলিশের কর্মী। পিটার রিচেট : দক্ষিণ আফ্রিকার মার্সিনারি। পেট্রোভ : প্রাক্তন এফএসবি, রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস। মহতাব : ইয়েমেনের খুনী। সালাউদ্দিন রহমান : সন্ত্রাসবাদী। কাহিনির স্থানকাল ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো। যেমন ভারতের গোয়া, মুম্বই,কলকাতা,দিল্লি, উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর, জাহাজে আবার আরব সাগর, লন্ডন, কায়রো, মেডিটেরিয়ান সাগর,আলেক্সজেন্দ্রিয়া বন্দর, মরভূমি, বেনিআরবদর,এথেন্স, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম,ইত্যাদি। ফলে বৈচিত্রে ভরা রহস্যগল্পগুলি পাঠককে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে তাগাদা দেবে।

দ্য হান্টসমেন
লেখক : বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
প্রকাশনা : নিয়োগী বুকস
মূল্য : ৪৯৫ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে ফোনে অশ্লীল ভাষায় হুমকি এক বামপন্থী নেতার, শোরগোল এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলির আরামবাগ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অর্জুনপাড়ায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন বেশ কিছু সাংবাদিক। সেই ঘটনার রেশ ধরে রাতে ফোনে অশ্লীল ভাষায় হুমকি এক বামপন্থী নেতার। আর তা নিয়ে শোরগোল আরামবাগ জুড়ে। ওই এলাকায় কানা দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে কোন এক ব্যক্তি অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করলে সেই খবর সাংবাদিকরা গোপন সূত্রে খবর পেয়েই খবর সংগ্রহ করতে যায় এবং সত্য ঘটনা তুলে ধরে। সেই খবরের কয়েক ঘণ্টা পরেই এক সাংবাদিককে আরামবাগের ডিওয়াইএফআই নেতা শেখ সাবির আলি রাতে ফোন করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে, এমনটাই দাবি ওই সাংবাদিকের। এটাও জানা গেছে ওই ডিওয়াইএফআই নেতার বাড়ি ওই এলাকাতেই। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। সাংবাদিককে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুরসভার বিরোধী বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ। সাংবাদিককে হুমকির ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা রাকেশ আলি। পাশাপাশি সিপিআইএম নেতা পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় জানান, এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে থাকে তা ঠিক নয়। আমরা নিশ্চিতভাবে সংগঠনের মধ্যে আলোচনা করব। অপরদিকে ওই বাম নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি ব্যস্ত আছি বলে জানান। তবে এই ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক শেখ সানি বলেন, আরামবাগের ডিওয়াইএফআই নেতা শেখ সাবির আলি খবর করতে যাওয়ায় রাতে আমাকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি মেরে দেওয়ার হুমকি দেয়। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে বাম নেতাদের এই ধরনের আচরণে নিন্দার ঝড় আরামবাগ জুড়ে।

জঙ্গলমহলে জাতিসত্তার আন্দোলনে সরব সদগোপরা

ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলের অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম জেলা বারবার জেরবার হয়েছে জাতিসত্তার আন্দোলনে! কখনও আদিবাসী সমাজ, তো আবার কখনও কুড়মি সম্প্রদায়। তাতে এবার যোগ হল সদগোপ সম্প্রদায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে আবারও জাতিসত্তার দাবিতে জোরালো ভাবে পথে নামছে সদগোপ সম্প্রদায়। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে রবিবার সদগোপ সমাজ একত্রিত হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলিতে হল সদগোপ আন্দোলনের জেলা সম্মেলন।

ঝাড়খণ্ডের সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি রণজিৎ বালার দাবি, 'ঝাড়খণ্ড সহ ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে আমরা ওবিসি তালিকাভুক্ত হলেও বাংলায় হয়নি। বাংলায় তালিকাভুক্ত না হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সদগোপ সমাজ। পশ্চিমবঙ্গ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি অ্যানেকক্সচার টু প্রকাশ হয়েছে। তাতে কোন কোন ব্লকে সদগোপরা রয়েছেন তার তালিকা প্রকাশের সার্ভে করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে সদগোপদের।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সংরক্ষণ না হয় তা হলে আমরা আইনে লড়াই লড়ব। সদগোপ সমাজ পশ্চিমবঙ্গের একটি বড় সংখ্যায় রয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আমরা বড় বড় সভা সমিতি করব। তবে দাবি না মেনে নিলে বাংলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন।' তবে জাতিগত আন্দোলন করতে গিয়ে কোনও দিন কোনও ধরনের রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা উচিত নয় বলে জানান তিনি।

এদিনের আলোচনা সভায় আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করা হয়, পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটিও গঠন করা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদগোপ আন্দোলনের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ, সদগোপ আন্দোলনের নেতা অবনী কুমার ঘোষ। জানা গিয়েছে, এক গোষ্ঠী থেকে অন্যতে, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়-জাতিসত্তার আন্দোলন ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে জঙ্গলমহলে। লোকসভা ভোটের আগে জাতিসত্তার দাবিটিকে আরও জোরালো ভাবে প্রশাসনের নজরে আনতে এবার পথে নামছে সদগোপ সম্প্রদায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলে একের পর এক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে তাতে যথেষ্ট চাপে পড়তে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। এগুলোর মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সদগোপ সম্প্রদায়।

শাশুড়িকে বন্ধুকে দিয়ে ধর্ষণ এবং ছবি সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: শ্বশুর সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় শাশুড়িকে বন্ধুকে দিয়ে ধর্ষণ করানো এবং সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দিয়ে হুমকির অভিযোগ উঠেছে জামাইয়ের বিরুদ্ধে। পুলিশ জামাইয়ের বন্ধুকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া বাগনান থানার মেল্যক গ্রামে। ধৃত যুবকের নাম প্রদীপ বর। বাড়ি বাগনান থানার সাবসিট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেল্লক গ্রামের বাসিন্দা এক মধ্যবয়সি গৃহবধূকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ধর্ষণ করে প্রদীপ এবং এই ধর্ষণে সাহায্য করে প্রদীপের বন্ধু ও ওই গৃহবধূর জামাই প্রিয় পাঁজা। অভিযোগ, নির্যাতিতার দু'হাত ধরে বন্ধুকে ধর্ষণে সাহায্য করেন তাঁর জামাই।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই গৃহবধূর জামাই প্রদীপ পাঁজা তাঁর নামে জমি লিখে দিতে হবে বলে চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সেই কথায় রাজি না হওয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর কোনও বনিবনা ছিল না। এমনকী তাঁর মেয়েকেও বাবার বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রবিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে বাগনান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

জনসম্পর্ক অভিযানে অণ্ডালে চন্দনা বাউড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: লোকসভা ভোট আসন্ন, তার আগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে বিজেপি এসটি মোর্চার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে জনসম্পর্ক কর্মসূচি। রবিবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শালতোড়ার বিধায়িকা চন্দনা বাউরি।

তিনি এদিন খান্দরা ও উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পায়ে হেঁটে স্থানীয় বাসিন্দা, দোকানদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সৌজন্য বিনিময়ের পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে তিনি জানতে চান কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন কিনা। প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে কোথায় কী ভাবে আবেদন করতে হয়, সেই বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল করেন সকলকে।

কর্মসূচির মাঝে সাংবাদিকদের একাংশের কাছে চন্দনাদেবীর দাবি, লোকসভা ভোটে পশ্চিম বাংলায় বিজেপি এবার ৩০টি আসনে জিতবে। প্রার্থী নিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা নেই বলে দাবি করেন তিনি। তিনি জানান, বাংলার মানুষ ভোট দেবে নরেন্দ্র মোদিকে দেখে ফলে কে প্রার্থী হল সেটা কোনও বিষয় নয়। এদিনের কর্মসূচিতে চন্দনাদেবীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ চক্রবর্তী, জেলা এসটি মোর্চার পক্ষে প্রদীপ বাউরি, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সভাপতি সিং সহ অন্যরা।

অবরোধ বিক্ষোভে সামিল আশাকর্মীরা

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে পোলিও সামাল স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিজেদের ভাতা বৃদ্ধি, সবেতন ছুটি সহ বিভিন্ন দাবিতে গত শুক্রবার থেকে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেছেন রাজ্যের আশাকর্মীরা। সেই কর্মবিরতির মাঝে রবিবার রাজ্যজুড়ে পালস পোলিও কর্মসূচি করতে রীতিমতো নাকাল হতে হল স্বাস্থ্য দপ্তরকে। নজিরবিহীন ভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীকে যুক্ত করে কোনও ক্রমে কর্মসূচি সামাল দিল স্বাস্থ্য দপ্তর।

ভাতা বৃদ্ধি, সবেতন ছুটি, অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে রাজ্যের আশাকর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই আন্দোলনে সাড়া দেয়নি রাজ্য ও কেন্দ্র কোনও সরকারই। বাধ্য হয়ে নিজেদের দাবিগুলিকে সামনে রেখে শুক্রবার থেকে রাজ্যের হাজার হাজার আশাকর্মী কর্মবিরতি শুরু করেন। আশাকর্মীরা গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম মেরুদণ্ড হওয়ায় এই কর্মবিরতি রীতিমতো বিপাকে ফেলে স্বাস্থ্য দপ্তরকে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

এরই মাঝে রবিবার জাতীয় পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি করার নির্দেশ আসে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। মাথায় হাত পড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের। আশাকর্মীদের ছাড়া এই কর্মসূচি করতে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের। বাধ্য হয়ে নজিরবিহীন ভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মোতায়েন করা হয় বিভিন্ন পালস পোলিও টিকাকরণ শিবিরে। তাঁদের দিয়েই কোনও ভাবে সামাল দেওয়া হয় পরিস্থিতি।

এদিকে দাবিপূরণ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র কোনও তরফেই কোনও সদুত্তর না মেলায় কর্মবিরতির পাশাপাশি রবিবার রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হতে দেখা যায় আশাকর্মীদের। এদিন দুপুরে আশাকর্মীরা কোতুলপুরে বিষ্ণুপুর কোতুলপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কিছুক্ষণ ধরে অবরোধ চলার পর কোতুলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধ তুলে দিলে আশাকর্মীরা গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

দাবি নোটিশ

প্রতি
প্রদীপ কুমার বাজাজ
৪ পিবি, মনী টাওয়ার ৩১/৪১, বিনোভা ভাবে রোড, কলকাতা : ৭০০০৩৮

আবেদন আই এ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ১,০২,৫৮,৬৩৭ (এক কোটি দুই লাখ আটান্ন হাজার ছয়শো সাঁইত্রিশ টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

দাবি নোটিশ

প্রতি
স্বরাজ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51109WB2005PTC103939
১ তলা, ৫২৫এ, রবীন্দ্র সরণি
কলকাতা - ৭০০০০৩

আবেদন আইএ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/ ২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ১,৬৪,৯৪,২৭১ (এক কোটি চৌষট্টি লাখ চুরানব্বই হাজার দুশো একাত্তর টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

দাবি নোটিশ

প্রতি
বিহারিজি কনাসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U74140WB2000PTC092020
ই ব্লক, ২য় তল, মার্কেন্টাইল বিল্ডিং
৯, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

আবেদন আইএ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/ ২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ১,৪৪,০০,০০০ (এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

দাবি নোটিশ

প্রতি
ট্রিনিটি বাণিজ্য প্রা. লি.
CIN : U15900WB2006PTC108244
১ তলা, ৫২৫এ, রবীন্দ্র সরণি
কলকাতা - ৭০০০০৩

আবেদন আইএ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/ ২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ১,১৭,২৪,২৬২ টাকা (এক কোটি সতের লাখ চব্বিশ হাজার দুশো বাষট্টি টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

দাবি নোটিশ

প্রতি
গোবর্ধন নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U45400WB2011PTC162707
৫৫, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

আবেদন আইএ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/ ২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৪২,৫৬,৭২৯ (বিয়াল্লিশ লাখ ছাপান্ন হাজার সাতশ উনত্রিশ টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

দাবি নোটিশ

প্রতি
মোহন মোটর বিজনেস প্রা. লি.
CIN : U50103WB1991PTC052893
৯/১২ লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল
রুম নং ৫, কলকাতা - ৭০০০০১

আবেদন আইএ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/ ২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ২,৫৬,৮১,৪৯৭ টাকা (দুই কোটি ছাপান্ন লাখ একাশি হাজার চারশ সাতানব্বই টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

দাবি নোটিশ

প্রতি
হর্ষিত বাজাজ
৪পিবি, মণি টাওয়ার ৩১/৪১ বিনোভা ভাবে রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮

আবেদন আইএ (আইবিসি) ৩৬০/কেবি/ ২০২২, সিপি নং ১৬৮৫/কেবি/২০১৯ এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক অনুমোদিত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এবং আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ১৩,২২,৪২৭ টাকা (তেরো লাখ বাইশ হাজার চারশ সাতাশ টাকা) টাকা দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিকুইডেশন এস্টেটে জমা দিতে।
অনুগ্রহ করে উক্ত পরিমাণ নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যতশীঘ্র দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নাম : মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড দেউলিয়াগ্রস্ত
ব্যাঙ্ক : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৬৮৫৬১৩৭৭৩
আইএফএসসি কোড : SBIN0003762
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত পরিমাণ অনাদায়ে আদালতের আদেশ অমান্য এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হবে।
বৈভব খান্ডেলওয়াল
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
৪র্থ তল, রুম নং ৮০, কলকাতা : ৭০০০০১
সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত লিকুইডেটর : নাম :
মোহন মোটর ডিলার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02157/2020-2021/13348
ইমেল : mmdpl.liquidator@gmail.com

ফর্ম বি
গণঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস্, ২০১৬-র রেগুলেশন ১২)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড -এর স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য

ক্র. নং	বিবরণ	বিশদ
১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সংস্থা গঠনের তারিখ	২৩.০৩.১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সংগঠিত/নিবন্ধভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বর/কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সীমায়িত দায়ভার শনাক্তকরণ নম্বর	U15909WB1996PTC078810
৫.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তরের ঠিকানা (যদি থাকে)	২২. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রোড, এ.সি. মার্কেটের বিপরীতে, হাওড়া, পঃবঃ-৭১১১০১ ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি রিজোলিউশন প্রসেস বন্ধের তারিখ	২৭.০২.২০২৪
৭.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার লিক্যুইডেশন শুরুর তারিখ	২৮.০২.২০২৪
৮.	লিক্যুইডেটর হিসেবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নথিভুক্ত নং.	**মনীশ জৈন,** আইপি রেজিঃ নং : P00582/2017-2018/11023
৯.	লিক্যুইডেটরের ই-মেল অ্যাড্রেস যা বোর্ডের কাছে নথিভুক্ত	মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, কক্ষ নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন, লাল বাজার বাটা দোকানের নিকটে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১২ ipcamanishjain@gmail.com
১০.	লিক্যুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল যার দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব	মনীশ মহাবীর অ্যান্ড কোং, চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, কক্ষ নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন, লাল বাজার বাটা দোকানের নিকটে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১২ Liquidation.shradhaagencies@gmail.com, ipcamanishjain@gmail.com **মোবাইল নং - ৯৮৩০২৪৮৬৮৪ / ৮৫৮২৮০৬২২১**
১১.	দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ	২৯.০৩.২০২৪

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ কোডের সেকশন ৩৩ অধীনে **শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড** -এর লিকুইডেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে **২৮.০২.২০২৪** তারিখে।
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড -এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা ডেকে পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করার জন্য **২৯ মার্চ, ২০২৪** তারিখে বা তার আগে, লিক্যুইডেটরের কাছে, দফা ১০ উল্লিখিত ঠিকানায়।
আর্থিক উত্তমর্ণগণ তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করবেন শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। অন্যান্য সকল স্টেকহোল্ডাররা তাঁদের দাবি প্রমাণক জমা করতে পারেন, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।
দাবির মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর প্রমাণক জরিমানা আকর্ষণ করতে পারে।
তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪ — **মনীশ জৈন**
স্থান : কলকাতা — আইপি রেজিঃ নং : P00582/2017-2018/11023

ফর্ম জি
বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
নির্মাণ সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত
১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪০
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড U45400WB2014PTC200347
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১, নিউ বাটা রোড, মহেশতলা, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	শূন্য (কর্পোরেট ডেটরের অকার্যকর বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল :	ব্যালেন্স শিট পি অ্যান্ড এল, আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ এবং ২০২০-২১ শিডিউল সহ অন্যান্য তথ্যাদি পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে bbtelevatedroad@gmail.com ক্রেডিটরের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : bbtelevatedroad@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৪.০৩.২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৯.০৩.২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.০৪.২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.০৪.২০২৪
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৮.০৪.২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৮.০৫.২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	bbtelevatedroad@gmail.com

শচীন গোপাল জাঠর
প্রস্তাব পেশাদার - বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪ — এএফএ সার্টিফিকেট নং AA2/11968/02/191024/202936 বৈধ ১৯.১০.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা — বি-১/৮, সমাদৃতা ইকোটিপি, ফেজ - ৩ ইকেটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৭

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, হুগলি, - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে ঋণগ্রহীতার প্রতি সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এ/সি নম্বর সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী মনময় মিশ্র** ফ্ল্যাট সি১, ৪র্থ তল, আশিয়ানা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৭, রাধা গোবিন্দ রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি, ৭১২২৩৩। এবং পিতা যুগল কিশোর মিশ্র, উত্তরপশ্চিম দেবাপুর, পো দেবাপুর থানা : ভাতার, বর্ধমান- ৭১৩১২১, **লোন এ/সি নং : ৩৮২২৮১৪৮৩৩৬ (এইচবিএল) এবং ৩৮২২৮১৫৬৫৫১ (ঋণ সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-১, ৪র্থতলে, আশিয়ানা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত ২৭ রাধা গোবিন্দ নগর রোড, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩৩। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং সি-২, **দক্ষিণে :** সাধারণের খোলা জায়গা, **পূর্বে :** সাধারণ খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি এবং লিফট। **সম্পত্তি শ্রী মনময় মিশ্র এর নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৪৪০-২০১৯ সালের, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৬৭৫১ থেকে ১৬৭৮৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর জনাই,জেলা : হুগলি।	১) ০২.১২.২০২৩ ২) ০২.০৩.২০২৪ ৩) ১৩,৫৬,০৪৬.০০ টাকা (তেরো লাখ ছাপান্ন হাজার ছেচল্লিশ টাকা) ০২.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ চূড়ান্ত বকেয়া আদায়ের তারিখ পর্যন্ত। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।
২	**শ্রী ইন্দ্রজিৎ তিওয়ারি,** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩য়তল, আভা নিলয় অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাম : মৃগলা, মৌজা : মনোহর, পো : ডানকুনি, জেলা : হুগলি। **লোন এ/সি নং ৩০৩০৫৩৪৮২২৩ (এইচবিএল)**	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২০১ ৩য় তলে, আভা নিলয় অ্যাপার্টমেন্টে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭৪৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং দেওয়ালের অর্ধেক অংশ সিলিং পর্যন্ত উচ্চতা উক্ত ফ্ল্যাটের ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং রুম, ১ ব্যালকনি এবং ১ বাথ তথা প্রিভি এবং করিডর সিঁড়ি এবং অন্যান্য সকলের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত চলার পথ টি এন মুখার্জি রোড পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ **আভা নিলয় অ্যাপার্টমেন্টের** অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, দিল্লি রোডের নিকট, চৌমাথা বন্দেরবিল মৌজা : মৃগলা, জেএল নং ১০২, তৌজি নং ১৭, আরএস নং ১৭৭৩, থানা : ডানকুনি, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস জনাই, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী ইন্দ্রজিৎ তিওয়ারি,** উল্লেখ্য দলিল নং ০০৫৪৪-২২৭৪, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-জনাই। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** টি এন মুখার্জি রোড, **দক্ষিণে :** সংলগ্ন ফ্ল্যাট ২০০, **পূর্বে :** করিডর, **পশ্চিমে :** পাশের স্পেস/পিছনের জায়গা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের।	১) ২৬.০৩.২০২২ ২) ২৯.০২.২০২৪ ৩) ১,৯৭,৬৫৫.০০ টাকা (এক লাখ সাতানব্বই হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা) ২৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী আপনারা পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ২৯.০২.২০২৪ এবং ০২.০৩.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২০.০৩.২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা** পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বর্ধিত পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১.	**মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ** (স্বত্বাধিকারী - শ্রী দীনেশ যাদব), ৭৬/১৩, বেনারস রোড, থানা- ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১ **শ্রী দীনেশ যাদব** (স্বত্বাধিকারী- মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ) পিতা- শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব, ৩০/১ দশরথ ঘোষ লেন, পোস্ট- সালকিয়া, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১ **শাখা:** ধর্মতলা স্ট্রীট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১, ২য় তলে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বেনারস রোড, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং - ৪৫১, দাগ নং ৯৪৪, থানা- লিলুয়া (ব্যাঁটরা) পোস্ট- দাশনগর, মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার (এডিএসআর) হাওড়া, ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : **উত্তরে** - সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে-** ফাঁকা জায়গা, **পূর্বে** - ফাঁকা জায়গা, **পশ্চিমে-** অন্যান্যর ফ্ল্যাট সমন্বিত। ভবনের চৌহদ্দি: **উত্তরে-** এ কে দাসের ফ্যাক্টরি শেড, **দক্ষিণে-** রাজ কুমার জয়সওয়াল -এর তিনতলা ভবন, **পূর্বে-** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে-** অন্যান্য ফ্যাক্টরি শেড (হোল্ডিং নং পি-৫১, বেনারস রোড)।	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ১২,৯২,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,২৯,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50505282592 ছ) ১,৪৫,৩২,৩৪১.০০ টাকা তদুপরি ০১/০৩/২০২৪ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ
		৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং ১ যার পরিমাপ প্রায় ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি এর হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বেনারস রোড জেএল নং ৯ -এ, খতিয়ান নং ৪৫১ এর অধীনে, দাগ নং ৯৪৪ থানা-লিলুয়ার অধীনে (ব্যাঁটরা), পোস্ট-দাশনগর, মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জেলা-হাওড়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ অতিরিক্ত জেলা, সাব রেজিস্ট্রার (এডিএসআর) হাওড়ার এক্তিয়ারের মধ্যে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: **উত্তর-** সিঁড়ি কেস এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট, **দক্ষিণ-** খোলা আকাশ, **পূর্ব-** খোলা আকাশ, **পশ্চিম-** অন্যান্য ফ্ল্যাট। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: **উত্তর-** এ কে দাসের কারখানার শেড, **দক্ষিণ-** রাজ কুমার জয়সওয়ালের তিনতলা বিল্ডিং, **পূর্ব-** ১৪ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, **পশ্চিম-** অন্য কারখানার শেড (হোল্ডিং নং-পি-৫১, বেনারস রোড)	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ১২,৯২,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,২৯,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB30289759555 ছ) ১,৪৫,৩২,৩৪১.০০ টাকা তদুপরি ০১/০৩/২০২৪ থেকে সুদ, খরচ এবং চার্জ
২.	**শ্রীমতী সঙ্গীতা সরকার** স্বামী-শ্রী সঞ্জয় সরকার এবং সঞ্জয় সরকার, ৫১/৮, আজাদগড়, ৪র্থ ফ্লোর, রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০৪০। এছাড়াও এখানে- জি+৩ তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরে প্রেমিসেস নং- ৫৩, কেএমসির অধীনে পল্লীশ্রী ওয়ার্ড নং ৯৮, কলকাতা- ৭০০০৯২, **শ্রী সমর চন্দ্র সরকার,** পিতা- প্রয়াত নেপাল চন্দ্র সরকার, ৫১/৮, আজাদগড়, ৪র্থ ফ্লোর, রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০৪০। **শাখা:** গল্ফ গার্ডেন	আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি+৩ তলা বিশিষ্ট স্পেকিয়াম অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় ফ্লোরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রেমিসেস নং-৪১/৫২ চাঁদ মো. রোড, ডাক ঠিকানা- প্রেমিসেস নং ৫৩, পল্লীশ্রী কেএমসি এর ওয়ার্ড নং. ৯৮ অধীনে, কলকাতা- ৭০০০৯২, জেএল নং ৩৩, মৌজা রায়পুর, দাগ নং ৪৮ (পি) ৪৯ (পি) শ্রীমতী সঙ্গীতা সরকার এবং শ্রী সঞ্জয় সরকারের নামে। সম্পত্তির সীমানা: **উত্তর-** ইপি নং ৫৪ দ্বারা, **দক্ষিণ-** কলোনি রোড, **পূর্ব-** অরবিন্দ দেবনাথের প্লট, **পশ্চিম-** কলোনি রোড। ফ্ল্যাটের সীমানা: **উত্তর-** খোলা আকাশ, **দক্ষিণ-** খোলা আকাশ এবং সিঁড়ি, **পূর্ব-** খোলা আকাশ, **পশ্চিম-** আরেকটি ফ্ল্যাট এবং সিঁড়ি।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২২,৫১,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,২৫,১০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50163187592 ছ) ১৮,১৯,০১০.০০ টাকা এবং তদুপরি ২৮.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর সুদ।
৩.	**সৌভিক নন্দী** পিতা- সলিল নন্দী এবং শ্রী সলিল নন্দী পিতা-প্রয়াত তীর্থবাসী নন্দী, ১২৮ বি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড ৭২/৬সি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৪ বিবেকানন্দ রোড, পোস্ট- বিরাটি, থানা- নিমতা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৪৯ ২/২/৪ গাবতলা লেন, কলকাতা- ৭০০০৬০ -তে, **শাখা:** হরিশ মুখার্জি রোড	৪ (জি+৩) তলা ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৩বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং ১২৮বি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, মেলিং ঠিকানা ৭২/৬সি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, বড়িশা, পোস্ট- বেহালা, থানা- পর্ণশ্রী (পূর্বতন বেহালা থানা), কলকাতা - ৭০০০৩৪ ওয়ার্ড নং - ১২৯ এর মধ্যে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা শ্রী সৌভিক নন্দী এবং শ্রী সলিল নন্দীর নামে। সীমানা: **উত্তর-** অনিল দত্ত এবং এস গাঙ্গুলির জমি, **দক্ষিণ-** প্লট নং ৭২/৬বি, **পূর্ব-** ২০ ফুট চওড়া বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, **পশ্চিম-** ৭২/৭/সি শ্রী এনসি বিশ্বাস।	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ১৭,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৭০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50394869058 ছ) ৩৬,৯৭,১৪৯.০০ টাকা তদুপরি ২৮.০২.২০২৪ থেকে সুদ
৪.	**এম.পি. টেক্সটাইল,** স্বত্বাধিকারী- সোনালী দাস জিজি-১১, বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট, জর্দা বাগান, বাগুইহাটি, মোর ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাছে, কলকাতা - ৭০০১৫৬ **সোনালী দাস** পিতা-কালী পদ দাস। ৪৫/এফ, প্রবর্তক পল্লী, কামারহাটি, কলকাতা - ৭০০১৫৬ **শাখা:** পাইকপাড়া	জি+৩ সেমি কমার্শিয়াল বিল্ডিং-এর প্রথম তলায় ৮০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন, বাণিজ্যিক দোকান সেইসঙ্গে ৪ কাঠা ৫ ছটাক ৪১ বর্গফুট জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ যা আগরপাড়া মৌজায় অবস্থিত , ইপি নং ২৪৮, এসপি নং-১৬৩, জেএল নং- ১১, আরএস দাগ নং- ১২৩১(পি), ওয়ার্ড নং- ০৯, হোল্ডিং নং - ৩৪, প্রেমিসেস নং- ৫ মহাজাদী নগর ওয়ার্ড নং ০৯, থানা- খড়দহ, এডিএসআরও- সোদপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। সীমানা: **উত্তর-** পি. বিশ্বাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** করুণা দে এর সম্পত্তি, **পূর্ব-** ১২'০' চওড়া রাস্তা, **পশ্চিম-** এস. চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি দ্বারা, সোনালী দাসের নামে পিতা- কালী পদ দাস।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৩০,২৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,০২,৮০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা/ চ) IDIB50397048652 ছ) ২,০১,৬০,১৫৪.০০ টাকা এবং তদুপরি ২০.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi -এ ই-অকশনের তারিখ এবং সময়- ২০.০৩.২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং পরিষেবা প্রদানকারীর অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস জানার জন্য [illegible] এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।
তারিখ: ০১.০৩.২০২৪, স্থান: কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

পবন সিং বিজেপির প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে মন্তব্যে নারাজ শত্রুঘ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম প্রত্যাহার করে এক্স হ্যান্ডেলে পবন সিং বার্তা দেওয়ার পর এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি শাসকদলের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। শত্রুঘ্ন সিনহার দাবি, পবন সিং ব্যক্তিগত কারণে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন, না দল প্রত্যাহার করিয়েছে এই নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

তবে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের দাবি, গত লোকসভা উপনির্বাচনে শত্রুঘ্ন সিনহার তিন লক্ষের অধিক ভোটে জেতার খবর পেয়ে এবং গোহারা হওয়ার ভয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন পবন সিং। আসানসোলের রেল পাড়ে আগামী ১০ মার্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা ব্রিগেডের সভার সমর্থনে সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটি সভায় যোগদান করে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী। যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় জানান, দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাঁর সমর্থনেই প্রচার করবেন বিজেপি নেতা ও সমর্থকরা।

উল্লেখ্য, শনিবার দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কুড়িটি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। তার মধ্যে আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে পবন সিংয়ের নাম ঘোষণা করা হয়। নাম ঘোষণার পর আসানসোলের বিজেপি কর্মীরা রাতে পবন সিংয়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু করেন। কোথাও কোথাও মিছিল বের করা হয়। বাবুল সুপ্রিয় ভোজপুরি গায়ক তথা বিজেপি প্রার্থীর বাংলার মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য দিয়ে তাঁর গাওয়া গানের কভার পেজের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। ঠিক তার কিছু পরেই আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম প্রত্যাহার করে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দেন পবন সিং। শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক তরজা।

সন্দেশখালির সব মা বোনেদের অসম্মান করছেন বিরোধীরা, রুখে দাঁড়ান পার্থ ভৌমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সন্দেশখালির সব মা বোনেদের অসম্মান করেছে বিরোধীরা। প্রতিবাদের নামে মহিলাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সন্দেশখালির মা বোনেদের রুখে দাঁড়াতে পরামর্শ দেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। তিনি আরও বলেন, জনগর্জন সভায় সন্দেশখালি থেকে ১৫০টি বাস ভর্তি করে মানুষ ব্রিগেডে যাবে আগামী ১০ তারিখ। রবিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি ব্লকের এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর স্কুল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ্য কর্মিসভায় এসে এমনই মন্তব্য করেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। এদিনের সভায় পার্থ ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, সহ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। সুজিত বসু এদিন বলেন, যারা অন্যায় করেছে, অপরাধী দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের সঙ্গ আপোষ করেন না। তারা গ্রেপ্তার হবেন। শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজের বিষয় প্রশ্ন করলে বলেন প্রশাসন বিষয়টা দেখছে পাশাপাশি ও বলেন সন্দেশখালিতে কিছু ভাড়া করা মহিলাদের এনে সন্দেশখালি মা বোনেদের অপমান করছেন। পার্থ ভৌমিক বলেন, রাজ্যের সমস্ত মা-বোনদের এইভাবে অপমানিত করছে বিরোধীরা, এর বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডে জন গর্জন সভা সেখান থেকে আপনারা শপথ নিয়ে সন্দেশখালিতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মণিপুর ঘটনা ঘটেছে তাতে একবারও প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাননি, হরিয়ানা, পঞ্জাব কৃষক বিদ্রোহ হচ্ছে সেই নিয়ে তাকে একটা কথাও বলতে শোনা যাচ্ছে না। এর জবাব বাংলার মানুষ দেবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতির পথ থেকে অবসর নিচ্ছেন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা জানা কথা ছিল। বিজেপির লোকসভার প্রার্থী যাদের করা হচ্ছে বা বিজেপির প্রার্থী তালিকায় যাদের নাম দেখা যাচ্ছে তাদের প্রার্থী করার আগে বিজেপির নেতা কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে প্রার্থী করা উচিত ছিল। আর সিপিএমের কথা না বলাই ভালো ৩৪ বছরে বাংলার মানুষকে কিভাবে ক্ষতি করেছে কিভাবে জমি দখল করেছে তা বাংলার মানুষ জানে। এদিনের সভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন মহিলাদের উপস্থিতিও নজর কেড়েছে।

জয় জোহার মেলার সূচনা বিধায়ক প্রদীপ মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কাঁকসার রঘুনাথপুরে অনুষ্ঠিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠিত 'জয় জোহার' মেলার সূচনা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে এবং কাঁকসা ব্লক প্রশাসনের পরিচালনায় এদিন জয় জোহার মেলায় কাঁকসা ব্লক ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান চলবে ৫ মার্চ পর্যন্ত। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০ জন পড়ুয়াদের হাতে সবুজসাথী সাইকেল প্রদান করা হয়, এছাড়াও প্রায় ২০ জনকে জাতিগত শংসাপত্র ও সর্ষে বীজ সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করেন রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

রবিবার সকালে অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজ্যের মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের সদস্য সমীর বিশ্বাস ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিত মণ্ডল, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, দুই বর্ধমান জেলার সেন্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনরা।

লোকসভার আগে বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন ডায়মন্ড হারবারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: লোকসভা নির্বাচনের আগে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে এবারও বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। তৃণমূলে যোগ দিলেন ডায়মন্ড হারবার শহরের বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পুষ্পেন্দু মণ্ডল। রবিবার স্টেশন বাজারের কাছে তৃণমূলের দলীর সভামঞ্চে শতাধিক অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। নতুন দলে আসা কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ ও দলীয় নেতৃত্বরা।

উল্লেখ্য, পুষ্পেন্দু মণ্ডল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে পা দেন। এফসি কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে প্রাক্তন বিধায়ক দীপক হালদারের হাত ধরে সংসদীয় রাজনীতিতে পা রাখেন। তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবার শহর কমিটির কার্যকরী সভাপতিরও দায়িত্ব সামলেছিলেন। কিন্তু পরে দলীয় সেই পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দীপক হালদার বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় পুষ্পেন্দুও বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে পুষ্পেন্দুর তৃণমূলে ফিরে আসা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। তবে কি এবার দীপক হালদারও বিজেপির হাত ছাড়বেন, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

তবে পুষ্পেন্দু জানিয়েছেন, 'বিজেপিতে কাজের কোনও পরিবেশ নেই। তাই মানুষের কাজ ও উন্নয়নের জন্য সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে ফের তৃণমূলেই সামিল হলাম।'

মমতার ব্রিগেডে সভার সমর্থনে সভা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আগামী ১০ মার্চ মমতা ডাকা ব্রিগেডে জনতার গর্জন জনসভার সমর্থনে আসানসোল রেলপাড়ে রবিবার সংখ্যালঘুদের নিয়ে এক জনসভা করা হয়। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক তৃণমূল প্রার্থী তৃণমূলের জেলা সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাজ্য মাইনোরিটি সেলের সম্পাদক তথা বিধায়ক মোশারফ হোসেন। এই সভায় মলয় ঘটক দাবি করেন, হেরে যাওয়ার ভয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছে সদ্য বিজেপি ঘোষিত প্রার্থী পবন সিনহা। তিনি দাবি করেন, গতবার উপনির্বাচনে তিন লক্ষেরও বেশি ভোটে শত্রুঘ্ন সিনহা জয়লাভ করলেও এবার জয়ের ব্যবধান আরও বাড়বে। তিনি দাবি করেন, বিগত আড়াই বছরে সাংসদ শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন খাতে বহু টাকা দিয়েছেন সাংসদ তহবিল থেকে। গতবার লক্ষ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন এবার সেই আশীর্বাদ আরও ছাপিয়ে যাবে বলে দাবি করেন শত্রুঘ্ন সিনহা। সঙ্গে সঙ্গে মলয় ঘটক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ শিল্পাঞ্চলের তৃণমূল নেতাদের গত নির্বাচনে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা করেন। এবারও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এই কেন্দ্রে বিশাল জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

জামাইয়ের হাতে শাশুড়ি খুনের অভিযোগ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শাশুড়িকে খুনের অভিযোগ জামাইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের কুম্ভস্থল এলাকায়। মৃতের নাম আলপনা মহাদন্ড, বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। অভিযুক্ত জামাইকে পুলিশ আটক করেছে। সমগ্র বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে জয়পুর থানা পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের কুম্ভস্থলের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঘোষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রায়শই বিবাদ বাঁধে, ৪-৫ দিন আগে স্বামী-স্ত্রী বিবাদের জেরে স্ত্রী চলে যায় বাপের বাড়ি জয়পুর ব্লকের চাতরা গ্রামে। শনিবার বিকেলে মেয়েকে নিয়ে মা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি দিতে এলে পুনরায় বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর স্ত্রীকে শাশুড়ির সামনেই মারধর করতে থাকেন বলে অভিযোগ। মেয়েকে বাঁচাতে গেলে ঘর থেকে কুরুল এনে শাশুড়িকে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকেন জামাই বিশ্বজিৎ ঘোষ। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন মাটিতে শাশুড়ি। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে নিয়ে আসেন জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শুরু চারণ কবি বৈদ্যনাথ মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরের বীর সন্তান চারণ কবি বৈদ্যনাথ ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ছোট থেকেই তাঁর ধ্যানধারণা ছিল কবিতার ওপর, তাই তিনি একের পর এক কবিতা লিখে গিয়েছেন। আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে বর্তমান প্রজন্ম। কবির স্মৃতিচারণায় গত বছর থেকে মন্দিরনগরী শহরের পোড়ামাটির হাটে মন্দিরের কোলে শুরু হয়েছে চারণ কবি বৈদ্যনাথ মেলা।

এবার দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল এই মেলা। মেলাকে ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে বিষ্ণুপুরবাসীর। চলবে দু'দিন ধরে এই মেলা। মেলায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ কবিতার ফুলঝুরি। এদিন এই মেলার শুভ সূচনা করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী বেরা, উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ রামানন্দ কলেজের প্রিন্সিপাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

প্রার্থী ঘোষণা হতেই মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু সৌমেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: পূর্ব মেদিনীপুর বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই পটাশপুরে প্রচার শুরু করলেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ২ নম্বর ব্লকের চন্দনপুরে শনি মন্দিরে, বিজেপি কার্যকর্তাদের নিয়ে পুজো দিলেন সৌমেন্দু অধিকারী। এরপর দলের জেলা নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ১ কিলোমিটার মিছিল করেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী। সৌমেন্দু বলেন, 'পটাশপুর তিন ও চার নম্বর মণ্ডলে এটা আগে থেকেই নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। এটা একদমই ইনডোর মিটিং। লুটের রাজনীতি, মা-বোনেদের সম্ভ্রম নষ্ট করার যে রাজনীতি কায়েম হয়েছে, সেই রাজনীতি ব্যর্থ করে দিতে হবে। আমরা আশাবাদী সংগঠন যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে আমরা সাতটি আসনে জয়লাভ করব। মূল উদ্দেশ্য মোদিজির বার্তা, মোদিজির উন্নয়ন নিয়েই আমরা এখানকার মানুষের কাছে যাব। শিশিরবাবুর দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ে মানুষের আস্থা আছে। আশা করি এই লড়াইয়ে দাদা ও বাবাকে পাশে পাব।'

স্বাভাবিক হচ্ছে সন্দেশখালি, বাতিল হল বেশ কিছু জায়গার ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে সন্দেশখালি। পুলিশ প্রশাসন সর্বোপরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের একাধিক পদক্ষেপে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাও স্বাভাবিক হয়েছে। সেই কারণেই কমানো হল সন্দেশখালিতে জারি থাকা ১৪৪ ধারার জায়গার সংখ্যা। আগে সন্দেশখালি থানার মোট ৪৯ টি জায়গায় জারি ছিল ১৪৪ ধারা। রবিবার সকাল দশটার পর থেকে সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৪৪ ধারা। বর্তমানে মোট ১১ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি আছে। বাকি ৩৮ জায়গা থেকে সরানো হয়েছে ১৪৪ ধারা। সন্দেশখালি ও ন্যাজট থানার সরবেড়িয়া, রামপুর, ধামাখালি সহ ১১ জায়গায় এখনও পর্যন্ত জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। যা জারি থাকবে ৬ মার্চ পর্যন্ত, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে এদিন দুপুরে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম সন্দেশখালি আসেন। টিমে ৬ জন সদস্য ছিলেন, জাস্টিস নারসীমা রেডি প্রাক্তন আইপিএস রাচপল সিং সহ ছয় প্রতিনিধি দল গ্রামে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন তারা আদালতের নির্দেশে মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়া, নষ্করপাড়া গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

রং তুলি হাতে প্রচার শুরু বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই প্রচার শুরু করে দিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল লিখনের কাজেও হাত লাগালেন নিজে। প্রথম দিনের প্রচারে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা। গত লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন জগন্নাথ সরকার। এবারেও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চান তিনি। জনগণ তাঁর সঙ্গে আছে আর তাই এবারেও বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলেই দাবি করলেন জগন্নাথ সরকার।

সূত্রের খবর, রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল দলের অন্দরে। কেউ কেউ বলেছিলেন জগন্নাথ সরকার এবার টিকিট পাবেন না। কিন্তু রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটে জয়ী জগন্নাথবাবুকে দল নিরাশ করেননি। সেই কারণে এবারেও রানাঘাট কেন্দ্রটিতে জগন্নাথ সরকারকেই টিকিট দিল দল। জেতার ব্যাপারেও ১০০ শতাংশ আশাবাদী জগন্নাথ সরকার। তাঁর সাফ কথা, 'গত পাঁচ বছরে যতটা পেরেছি মানুষের জন্য কাজ করেছি। তাই মানুষ এবারেও দু' হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং জয়ী হয়ে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করব।' ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নকে সামনে রেখেই এবারেও প্রচার শুরু করে দিলেন জগন্নাথ সরকার। নিজ হাতেই রং তুলি দিয়ে পদ্মফুল আঁকলেন তিনি। নাম ঘোষণা হতে নবদ্বীপের জাগ্রত দেবী পোড়ামা মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে। বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এখনও প্রার্থী ঘোষণা না করলেও প্রচারে এক ইঞ্চিও ফাঁক রাখছেন না বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার।

সামাজিক দায়বদ্ধতা তিন কন্যার শুভ পরিণয় কোন্নগরে

বনস্পতি দে ● কোন্নগর

সানাই বাজিয়ে উলুধ্বনি, পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এক-দু'জোড়া নয়, একেবারে তিন জোড়া পাত্রপাত্রী। কোন্নগরের বারো শিবমন্দির ঘাটে জীবনসাথী বিকাশ ফাউন্ডেশন ও ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের যৌথ উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হল সামাজিক দায়বদ্ধতা তিন কন্যার শুভ পরিণয় (এই গণ বিবাহ)। এ এক অন্যরকম বিয়ে।

কোন্নগরের বারো শিবমন্দির ঘাটে শনিবার বিকেল থেকেই সাজ সাজ রব। সন্ধে নামতেই বারো শিবমন্দির ঘাটে আলোর সাজে মোহময়ী চারপাশ। মূল অনুষ্ঠান কোন্নগরের বারো শিবমন্দির ঘাটের মাঠে। সেখানেই মূল বিয়ের মণ্ডপ। ছাদনাতলা। সন্ধ্যায় ভিআইপি স্কট করে নিয়ে আসা হয় তিনজোড়া বর ও বধূদের। নামানো হয় গাড়ি থেকে। বরণ করে নেওয়া হয় বরদের। বরদের প্রত্যেকের পরনে গিলে করা নতুন পাঞ্জাবি। কনেদের সাজানো হয় চন্দনের ফোঁটায়, পরনে ছিল জীবনসাথী বিকাশ ফাউন্ডেশনের সদস্যদের উপহার দেওয়া বেনারসি শাড়ি। কন্যাদান করেন জীবনসাথী বিকাশ ফাউন্ডেশনের পক্ষে শাশ্বতি দাস (ডাইরেক্টর), ঈশিতা ঘোষ (সদস্য) ও স্বাতী রায় (চেয়ারপার্সন)।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিভিন্ন গণমান্য ব্যক্তি। সন্ধেলগ্নে অতিথি অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে মালাবদল করলেন তিন জোড়া পাত্রপাত্রী। হল সিঁদুর দান। খই পোড়ানো। শুরু হল নতুন করে পথচলা। হিন্দু রীতি মেনে এদিন এই গণবিবাহ অনুষ্ঠিত হল। সমগ্র বিবাহ অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেন খনা মা। বিয়ের সাজের পাশাপাশি পাত্রকে দেওয়া হল সোনার আংটি। পাত্রী পেলেন সোনার নাকছাবি সহ খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সাইকেল, সেলাই মেশিন, বাসনপত্র, দান সামগ্রী, জীবন বিমা। দেওয়া হল একমাসের চাল ডাল সহ নানান খাদ্যসামগ্রীও। ছিলেন বরযাত্রী কনেযাত্রীও। বর কনে উভয়কেই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন আনতে বলা হয়েছেল। বিয়ের শেষে বর ও কনেযাত্রী-সহ দু' হাজার অতিথি অভ্যাগত ভোজ খেলেন।

গণবিবাহের মূল উদ্যোক্তা জীবনসাথী বিকাশ ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি অভিষেক পাল ও ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ক্রাইম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের ন্যাশনাল সেক্রেটারি অরূপ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'অনেকেরই সাধ থাকলেও ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। আবার অনেক পাত্র নানা কারণে বিয়ের পাত্র পাননি। তাঁদের সেই ইচ্ছে পূরণ করতেই আমাদের এই উদ্যোগ।' বিয়ের রাজকীয় আয়োজনে খুশি পাথরপ্রতিমার পাত্র পাঁচু গোপাল সামন্ত, তাপস সরদার, সুদাম দাস ও পাত্রী তনুশ্রী বাড়ুই, মিনতি কায়াল, টিঙ্কু জানারাও।

কুমুদ সাহিত্য মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদের বাঁকে, জল যেখানে সোহাগ করে স্থলকে ঘিরে রাখে।' এই দু'টি কবিতার লাইন বাঙালির আট থেকে আশি সকলেই জানেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কোগ্রামে পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বসতভিটে মধুকর প্রাঙ্গণে টানা ১৫ বছর ধরে কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটি পালন করে আসছে কুমুদ সাহিত্য মেলা। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রবিবার সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কবির আমবাগানে চলে সাহিত্য বিষয়ক মেলাটি।

এবারের সাহিত্য মেলার উদ্বোধক ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান শ্যামল ঘটক। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বিধান শিশু উদ্যানের সম্পাদক গৌতম তালুকদার। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু সিংহরায়, বৈদূর্য ঘোষাল। কাজি নজরুল ইসলামের বংশধর সোনালি কাজি, পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বংশধর মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ, বর্ধমান জেলা আদালতের সিনিয়র এপিপি সঞ্জয় ঘোষ, আন্তজার্তিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক প্রকাশ মল্লিক, হুগলি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিস মাস্টার সাহানা খাতুন, সাহিত্যিক শুভাশিস মল্লিক, বাংলাদেশের যশোরের লেখক কাজী নূর, চিকিৎসক অভয় সামন্ত, বাচিক শিল্পী দেবিকা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এবার ১৭ জনকে রত্ন সম্মান দেওয়া হয় কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির তরফে। টলিউডের সঙ্গীত পরিচালক অশোক ভদ্রকে 'লোচনদাস রত্ন', সঙ্গীত শিল্পী কুমকুম সেনগুপ্তকে 'নজরুল ইসলাম রত্ন ', হাওড়া জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অফিস মাস্টার প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্যকে 'নুরুল হোদা রত্ন', সাংবাদিক সংগঠক শম্ভু সেনকে 'সমীরণ চৌধুরী রত্ন', সাংবাদিক পার্থ চৌধুরীকে পুরুষোত্তম সামন্ত স্মৃতি পুরস্কার, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডক্টর শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে বর্ধমান জেলা রত্ন, কেন্দ্রীয় সরকারের পেটেন্ট পাওয়া বিজ্ঞানী চন্দ্র নারায়ণ বৈরাগ্যকে মেমারি রত্ন, বাংলাদেশের ময়মনসিংহের লেখক পংকজ পালকে হাসান আজিজুল হক রত্ন, সাংবাদিক রফিকউদ্দিন মণ্ডলকে দক্ষিণ দামোদর রত্ন, সমাজসেবী সফিকুল ইসলামকে খণ্ডঘোষ রত্ন, বর্ধমান সহযোদ্ধার কর্মকর্তা সোমনাথ ভট্টাচার্যকে কাটোয়া মহকুমা রত্ন, আইনজীবী মাসুদ করিমকে মঙ্গলকোট রত্ন, আঞ্চলিক গবেষক নির্মলেন্দু পালকে কালনা মহকুমা রত্ন, সমাজসেবী মুলচাঁদ আগরওয়ালকে বীরভূম রত্ন, সাংবাদিক আমিরুল ইসলামকে সমীর ভট্টাচার্য রত্ন এবং পশুপ্রেমী সমাজসেবী আমির শেখকে মমতা মণ্ডল স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

কুমুদ সাহিত্য মেলা কমিটির পক্ষে মোল্লা জসিমউদ্দিন, শ্যামলাল মকদমপুরী বলেন, 'এবছর আমরা কবির বাসভবনে কবির মূর্তি স্থাপন করলাম।' এই মেলায় পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কবির লেখা কবিতার ওপরে পেইন্টিং করলেন কলকাতা থেকে পাঁচজন চিত্রশিল্পী। দীপঙ্কর সমাদ্দারের তত্ত্বাবধানে তিনি নিজে এবং সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, কৌশিক মজুমদার, বিশ্বনাথ দাস। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বংশধর মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোল্লা জসিম উদ্দিনের উপস্থিতিতে পাঁচজন চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবিগুলি কবির গৃহে সংরক্ষণে রাখলেন।

ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও পরম্পরায় রসপুরে বিন্ধ্যবাসিনী পুজো

অসীম কুমার মিত্র

বিন্ধ্যবাসিনী মাতা দেবী দুর্গারই অপর এক রূপ। আজ থেকে ১৭২ বছর আগে হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামের রায়পাড়াবাসী বেণীমাধব বোস নামে এক জমিদার উত্তর ভারতের বিন্ধ্য পর্বতে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে সেখানে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজা দেখে এসে গ্রামে তা প্রবর্তন করেন।

রসপুর গ্রামের বারোয়ারি তলায় বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পাকা মন্দির আছে। পুজোর সময় দশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অষ্টভুজা, ত্রিনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি হয়। দেবী দু'টি সিংহের উপর উপবিষ্টা। পাশে জয়া-বিজয়া। ওপরে ছ'টি পরী। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শুক্লা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত দেবীর পুজো হয়। আবার তিথি হিসেবে এই পুজো কখনও কখনও চৈত্র মাসেও পড়ে। শুরু থেকেই পুজোর সঙ্গে মেলাও বসে যায় এখানে। রসপুর গ্রামের ষোলআনা লোকেরাই চাঁদাপত্র, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে এই বারোয়ারি পুজো ও মেলার আয়োজন করে। পূর্বে একমাস ধরে মেলা চলত। মাঝে বেশ কয়েক বছর পনেরো দিনব্যাপী মেলা বসত। বর্তমানে পাঁচদিনের মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে ম্যাজিক,তরজাগান, পুতুল নাচ, কথকতা, যাত্রা, নাগরদোলা, বাসনপত্র, মনোহারী, নানারকম মুখরোচক খাদ্য, মিষ্টি ও অন্যান্য দোকান বসে। বসে 'রক্তদান শিবির'

এবং বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরও। চলে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং রাজকীয় বিচিত্রানুষ্ঠান।

পূর্বে পুজোর দিনগুলিতে বসত সানাই বা নহবতের আসর। বিশাল বড় অশ্বত্থ গাছের ওপর বাঁশের মাচা তৈরি করে তার ওপর বসত এই আসর। পুজোর আর একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল 'সঙ'। পুজো মণ্ডপের চারিদিকে মাটির তৈরি বিভিন্ন 'সঙ' শোভা পেত। এখন অবশ্য তা আর হয় না। ষষ্ঠীর দিনে অধিবাস। সপ্তমী পুজোর দিনে একটি পাঁঠা বলি হয়। অষ্টমীর দিনে নিরামিষ, নবমীতে একটি পাঁঠা বলি হয়, তারপর এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ 'মহিষ বলি'। যা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আজও চালু রয়েছে। দশমীতে হয় ঘট বিসর্জন। এদিন সন্ধ্যায় চলে নরনারায়ণ সেবা। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় ১৫-১৬ হাজার লোক একত্রে প্রসাদ পায়। প্রকৃতপক্ষে নবমীতে মহিষ বলিদানই হল বিন্ধ্যবাসিনী পুজোর বা মেলার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এদিন পুজো মণ্ডপে ভিড় উপচে পরে বলি দেখার জন্য। আশপাশের এলাকা ছাড়াও বহু দূর-দূরান্ত থেকে প্রায় ২০-২৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। এই পুজো বা বলিদানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জনশ্রুতি রয়েছে। বহু পূর্বে কোনও এক বছর মহিষ বলির পর তার মাংস যা কিনা সেই সময় শুধুমাত্র স্থানীয় চর্মকার সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভক্ষণ করতেন, সেবার তাঁরা বলির মাংস না খেয়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলেন। অচিরেই তাঁদের এলাকায় কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল। প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তঁারা মাটির ভিতর থেকে ওই মাংস তুলে এনে খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একবার মহিষ বলিদানের পূর্বমুহূর্তে মহিষটি হাঁড়িকাঠ মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে হাঁড়িকাঠ সমেত নিকটবর্তী একটি পুকুরে পড়ে যায়। তারপর বহু চেষ্টার পর মহিষটিকে পুকুর থেকে তুলে এনে বলি দেওয়া হয়। শোনা যায় পুজোয় কোনও এক বিচ্যুতির কারণেই এমন কাণ্ড ঘটেছিল। আরও একটি প্রচলিত বিশ্বাস, যা আজও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে রয়ে গিয়েছে,অনেকেই মহিষের কাটা মুণ্ডু বা ধড় থেকে বের হওয়া রক্ত শিশি বা বোতলে সংগ্রহ করে রাখেন। ওই রক্ত কিংবা রক্ত ভেজা মাটি নাকি মানুষের শরীরে লাগালে কঠিন বা জটিল রোগের নিরাময় হয়। মণ্ডপে দেবী একমাসেরও বেশি সময় বিরাজ করেন। তারপর বৈশাখ মাসের শুক্লাপক্ষের কোনও এক তিথিতে দেবীর বিসর্জন হয় পার্শ্ববর্তী দামোদর নদে।

ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং ব্যাপক জনসমাগমের নিরিখে রসপুরের বিন্ধ্যবাসিনী পুজো ও মেলা বর্তমানে লোক উৎসবের চেহারা নিয়েছে। বেড়েছে মেলার পরিধি ও পরিচিতি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সারা বছর এই কটি দিনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে। আগামী ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ (ইং-১২ই মার্চ, ২০২৪) সংস্কারকৃত মাতৃমন্দিরের যজ্ঞ সহকারে শুভ দ্বারোদঘাটনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারের বিন্ধ্যবাসিনী মাতার পুজো ও উৎসব।

হাওড়া রেল স্টেশন থেকে হাওড়া - আমতা ট্রেনে চেপে আমতা রেল স্টেশনে নেমে ওখান থেকে টোটো ভ্যানে চেপে রসপুর বিন্ধ্যবাসিনী তলায় আসা যায়। আবার হাওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে হাওড়া - ঝিকিরা বা হাওড়া - ডিহিভূরসুট বা হাওড়া - নারিট বাসে চেপে আমতা কলাতলা স্টপেজ কিংবা আমতা কলেজমোড় স্টপেজে নেমে, ওখান থেকে টোটো ধরে পুজো মণ্ডপে আসতে পারেন। এছাড়া কলকাতার ধর্মতলা থেকে আমতাগামী যে কোনও বাসে চেপে আমতা বাস স্ট্যান্ডে নেমে, ওখান থেকে টোটো ধরেও রসপুরে আসা যায়।

টিকিট না পেয়ে অভিমান! রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করলেন হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। তারপরেই বিজেপির অন্দরে মান-অভিমানের পালা শুরু। টিকিট না পেয়ে রাজনীতিই ছেড়ে দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় হর্ষবর্ধনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর থেকেই বিজেপির মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছেন তিনি।টিকিট পাবেন না জেনেই রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করলেন হর্ষবর্ধন।

দীর্ঘদিনের আরএসএস কর্মী হর্ষবর্ধন প্রায় চার দশক রাজনীতি করছেন। পাঁচ বার বিধায়ক হয়েছেন। দু'বার হয়েছেন সাংসদ। ২০১৯ সালেও দিল্লির চাঁদনি চক আসন থেকে সাংসদ হন। হয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এবার চাঁদনি চক থেকে বিজেপি দাঁড় করিয়েছে প্রবীণ খান্ডেলওয়ালকে। টিকিট পাবেন না জেনেই রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করলেন হর্ষবর্ধন। জানিয়ে দিলেন চিকিৎসাতেই মনোনিবেশ করতে চাইছেন তিনি। বিদায়ের দিন তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে অভিমানও প্রকাশ্যে এসেছে। নিজেকে দীর্ঘদিনের আরএসএস কর্মী এবং মানুষের সেবক হিসাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

হর্ষবর্ধন আবেগঘন সোশাল মিডিয়া পোস্টে বলেন, 'আমাকে বলতেই হবে, এটা আমার জীবনের সেরা অধ্যায় ছিল। সাধারণ মানুষের সেবা করাটা আমার নেশা। এতদিন রাজনীতির মাধ্যমে সেই সুযোগ আমি পেয়েছি। আমি ভারতকে পোলিও মুক্ত করার অভিযানে অবদান রেখেছি, করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুব কম মানুষই এভাবে জনসেবার সুযোগ পায়। আমি সেই সুযোগ পেয়েছি।' ইতিমধ্যেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গৌতম গম্ভীর, এবং জয়ন্ত সিনহা। তারপরই হর্ষবর্ধনের অবসর। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আগে যা কিছুটা হলেও অস্বস্তি বাড়াবে গেরুয়া শিবিরের। অন্তত দেশবাসীর কাছে নেতিবাচক বার্তা যাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অভিজিৎ একা নন, একাধিক বিচারপতি অবসরের পর রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: বঙ্গে হইচই ফেলে বিচারপতি পদে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় বিচারপতি অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী মঙ্গলবারই ইস্তফা দেবেন তিনি। চলতি বছরের ১০ অগস্টই তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। তার মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি কেন পদত্যাগ করছেন? এই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। সামনেই লোকসভা ভোট। তাই, তার আগে তিনি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, তিনি বিজেপি-তে যোগ দিতে পারেন।

তবে তথ্য বলছে, অবসরের পর, অনেক বিচারপতিকেই রাজনীতিতে দেখা গিয়েছে। হাতের কাছেই উদাহরণ রয়েছে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের। অবসরের পর, বিজেপির টিকিটে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন। একইভাবে ২০১৭-য় অবসরের পর কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভয় ত্রিপাঠী।

কিন্তু, পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া? একেবারেই বেনজির তা নয়, তবে অনেক খুঁজেও খুব বেশি উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে না।সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী থাকাকালীনই, ১৯৫৬ সালে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বাহারুল ইসলাম। এরপর ১৯৬২ এবং ১৯৬৮ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৭২-এ রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তাঁকে তৎকালীন অসম ও নাগাল্যান্ড হাইকোর্টের (বর্তমানে গুয়াহাটি হাইকোর্ট) বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়, পরে একই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ১৯৮০ সালে সেই পদ থেকে অবসরের পর তাঁকে নজিরবিহীনভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৮৩ সালে সেই পদ তেকে ইস্তফা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে তিনি অসমের বরপেটা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে, ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অসমের ভোট স্থগিত করায়, তিনি রাজ্যসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে প্রধান বিচারপতি পদের জন্য যে ৩ জন বিচারপতির নাম বাতিল করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, তাঁদের একজন ছিলেন বিচারপতি কেএস হেগড়ে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন তিনি। এরপর, মহীশূর হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। তারপর ১৯৬৬ সালে নবগঠিত দিল্লি হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে সেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফের রাজনীতিতে ফিরেছিলেন তিনি। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির টিকিটে ব্যাঙ্গালোর দক্ষিণ লোকসভা আসন থেকে জয়ী হন তিনি। পরে লোকসভার অধ্যক্ষও হয়েছিলেন।

কর্নাটকের গদগ জেএমএফ আদালতের বিচারপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র রাঠোর। ২০২৩ সালে ৪০ বছর বয়সী এই বিচারক, বিচার বিভাগের পদ ছেড়ে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চিত্তরপুর কেন্দ্র থেকে জেডি(এস) প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি।

জঙ্গির রহস্যময় মৃত্যু পাকিস্তানে

অ্যাবটাবাদ, ৩ মার্চ: আরও এক জঙ্গির রহস্যময় মৃত্যু পাকিস্তানের অ্যাবটাবাদে! সূত্রের খবর, শনিবার ওই জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। সে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল।

জানা গিয়েছে, শেখ জামিল-উর-রহমান নামে মৃত ওই জঙ্গি কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিলেন। ইউনাইটে জিহাদ কাউন্সিল (ইউজেসি) এবং তেহরিক-উল-মুজাহিদিন (টিইউএম) জঙ্গিগোষ্ঠীর স্বঘোষিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রহমান। জম্মু-কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল রহমান। এমনকী, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গেও তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে খবর। ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রহমানকে জঙ্গি হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, রহমান জম্মু-কাশ্মীরের যুবকদের জঙ্গি দলে যোগ দেওয়ানোর কাজ, প্রশিক্ষণ এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ করানোর মতো কাজে লিপ্ত ছিল।

নিক্কি হ্যালকে হারিয়ে আবারও জয়ী ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩ মার্চ: প্রতিপক্ষ নিক্কি হ্যালকে হারিয়ে ফের জয়ী আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। 'রিপাবলিকান ককাস'-এ প্রাথমিক (প্রাইমারি) নির্বাচনে মিশিগান, মিসৌরি এবং ইডাহো প্রদেশে নিক্কিকে হারিয়েছেন তিনি। তিনটি প্রদেশেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শেষ রিপাবলিকান প্রার্থী নিক্কিকে হারিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে আরও এক ধাপ এগোলেন ট্রাম্প। এর আগে আইওয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নেভাডা, দক্ষিণ ক্যারোলিনার মতো প্রদেশে জয় পেয়েছেন ট্রাম্প।

আগামী নভেম্বরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ডেমোক্র্যাটিক দলের তরফে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভোটে দাঁড়াবেন। তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে রিপাবলিকান দলের তরফে কে প্রার্থী হবেন, তার ভোটাভুটি চলছে। তাতেই ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ নিক্কি। শনিবার আমেরিকার তিনটি প্রদেশে রিপাবলিকান ককাস আয়োজিত হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনে তিনটি প্রদেশেই ট্রাম্প সহজে জয়ী হয়েছেন। ভোটের সময় উদ্যোক্তারা নিক্কির সমর্থকদের হাত তুলতে বললে একটি কক্ষে উপস্থিত ১৮৫ জনের মধ্যে মাত্র একজন হাত তোলেন।

আগামী ৫ মার্চ আমেরিকার ১৫টি প্রদেশে রিপাবলিকান দলের প্রাথমিক (প্রাইমারি) নির্বাচনের ফলাফল কী হয়, সে দিকেই তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। ওই দিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে ট্রাম্প থাকবেন কিনা, তা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে বলেই অনুমান বিশ্লেষকদের। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় নিক্কি ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করলেও, প্রেসিডেন্ট ককাসে ট্রাম্পের কাছে সেখানেও হেরে যান তিনি।

ফের পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ

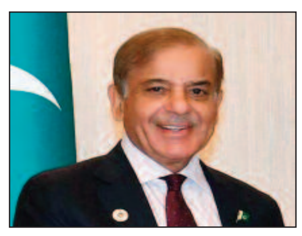

ইসলামাবাদ, ৩ মার্চ: ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন শাহবাজ শরিফ। নির্বাচন শেষ হওয়ার প্রায় একমাস পরে নতুন প্রধানমন্ত্রী পেল পাকিস্তান। দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন শাহবাজ শরিফ। নির্বাচনের আগেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। রবিবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টে আস্থাভোটের বেশিরভাগই পান নওয়াজ শরিফের ভাই। পিটিআই প্রার্থী ওমর আয়ুব খানকে হারিয়ে দিলেন শাহবাজ শরিফ।

পাকিস্তানের নির্বাচনে কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা পেয়েছেন ১০১টি আসন পেয়ে অন সব দলের চেয়ে এগিয়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে নওয়াজ শরিফের পিএমএল(এন) ও বিলাওয়াল ভুট্টোর পিপিপি। ফল প্রকাশিত হতেই জোট গঠন করতে উদ্যোগী হয় দুই দল। জোট গড়তে দুই দলই রাজি হয়। কিন্তু গেল বাধে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে।

কে হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী, তা নিয়ে প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে দীর্ঘ আলোচনা চলে। এরপরই জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শাহবাজ শরিফের নাম প্রস্তাব করা হবে বলে স্থির হয়। অন্যদিকে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আসিফ আলি জারদারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হবেন বলে জানান বিলাওয়াল। তখনই সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও সরকার গড়তে পারবে না ইমরান খানের পিটিআই তা নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে ইমরানের দল প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের নাতির মতো হেভিওয়েট নামকে তুলে ধরে। ইমরান খান পিটিআই গড়ার পরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে উল্লেখ্যযোগ্য নাম ওমর আয়ুব যোগ দেন। পাকিস্তানে পিটিআই সরকার গড়ার পরে অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আস্থাভোটে শাহবাজ শরিফের কাছে হেরে গেলেন ওমর। মাত্র ৯২টি ভোট পেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে শাহবাজের পক্ষে ২০১ জন সাংসদ ভোট দিয়েছেন। তবে আগামী দিনে শাহবাজের আড়ালে নওয়াজই পাকিস্তানের সরকার চালাবেন বলে অনুমান রাজনীতিকদের।

মালদ্বীপের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নতুন ঘাঁটি খোলার সিদ্ধান্ত ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: মালদ্বীপের কাছাকাছি তকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণদ স্থানে বাহিনী আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় নৌবাহিনী। সিদ্ধান্ত হয়েছে মালে, ভারতীয় বাহিনীকে স্বদেশে পাঠানো শুরু করার কয়েকদিন আগে সেখানে নতুন ঘাঁটি খোলা হবে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর মলদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ১৫ মার্চের মধ্যে ভারতকে মলদ্বীপ থেকে সেনা সরাতে বলা হয়েছে।এদিকে, সূত্রের খবর, সেখানে নানাভাবে চিনের নজরদারি বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন ঘাঁটি খোলার সিদ্ধান্ত নৌবাহিনীর।

চীনপন্থী মহম্মদ মইজু মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ভারত ও সে দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অংশ হিসেবে প্রায় ১০০ জন ভারতীয় সেনা মলদ্বীপে রয়েছেন।ঘটনাচক্রে, চিন সফর থেকে ফিরেই মুইজ্জু মলদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরানোর জন্য ১৫ মার্চের 'চরম সময়সীমা' ঘোষণা করেছেন।

দ্বীপপুঞ্জের দেশটিতে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি নিয়ে ভারতের মনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সেদেশে চিনের গতিবিধি নিয়েও সন্দিহান ভারত। নতুন ঘাঁটিটি এই অঞ্চলে নয়াদিল্লির তঅপারেশনাল নজরদারিদ প্রসারিত করবে বলেই নৌ বাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

নৌবাহিনীর বিবৃতি অনুসারে, ভারতের লাক্ষাদ্বীপে ৬ মার্চ খোলা নতুন ঘাঁটি, একটি ছোট দলকে একটি 'স্বাধীন নৌ ইউনিটে' পরিণত করবে। ভারতের নৌবাহিনীর লাক্ষাদ্বীপের কাভারাত্তিতে একটি ঘাঁটি রয়েছে, তবে নতুন ঘাঁটিটি মালদ্বীপের প্রায় ২৫৮ কিলোমিটার দূরে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে 'শিয়াং ইয়াং হং-৩' নামে চিনা জাহাজ মালদ্বীপে ঘাঁটি গেড়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে। এই বিষয়টিকে মোটেই ভালোভাবে নেয়নি ভারত। নয়াদিল্লি গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছিল। যদিও শিয়াং ইয়াং হং ৩-কে গুপ্তচর জাহাজ বলে মানতে অস্বীকার করেছে চিন। বেজিংয়ের দাবি, নেহাতই 'নাবিক পরিবর্তন এবং নিজেদের ভাণ্ডার পুনরায় ভরতি করার' জন্য মালেতে নোঙর করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। ঠিক একইসুরে চিনা জাহাজকে মালেতে নোঙরের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছিল মলদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রক। সেইসঙ্গে চিনের 'বন্ধু' মহম্মদ মুইজ্জু সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছিল যে তাদের দেশের জলসীমায় কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে না চিনা জাহাজ। 'বন্ধু' হওয়ায় চিনা জাহাজকে 'নাবিক পরিবর্তন এবং নিজেদের ভাণ্ডার পুনরায় ভরতি করার' অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এই আশ্বাসবাণীতে চিঁড়ে ভেজেনি।

বরং ভারতীয় নৌবাহনী সূত্রে খবর মিলেছিল যে চিনের জাহাজকে একেবারে চোখে-চোখে রাখা হচ্ছে, যাতে মলদ্বীপের জলসীমায় কোনও গবেষণামূলক কাজ চালাতে না পারে। যে গবেষণা চিন সামরিক কারণেই চালিয়েই থাকে বলেই বারবার অভিযোগ উঠেছে। মার্কিন থিঙ্কট্যাঙ্কের অভিযোগ, চিনের এরকম 'গুপ্তচর জাহাজ' আছে। যা সমুদ্রের তলা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ভারত মহাসাগর থেকেও সংগ্রহ করে।

বেআইনি নির্মাণ, ৪০০ কোটির বিলাসবহুল ফার্ম হাউস গুঁড়িয়ে দিল দিল্লি প্রশাসন

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: প্রয়াত ধনকুবের মদ ব্যবসায়ী পন্টি চাধার বেআইনিভাবে জমি দখল করে তৈরি ৪০০ কোটির বিলাসবহুল ফার্ম হাউস গুড়িয়ে দিল দিল্লি প্রশাসন। রাজধানীর ছতরপুরে বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল ওই ভবনটি। গত শনি ও রবিবার দুই দিন ধরে ভাঙা হয়েছে সেটিকে। প্রশাসনের দাবি, বেআইনিভাবে জমি দখল করে তৈরি হয়েছিল ধনকুবের ব্যবসায়ীর বিলাসবহুল ফার্ম হাউজটি।

দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটির আধিকারিকদের বক্তব্য, অনুমোদন ছাড়াই সরকারি জমি দখল করে নির্মাণকাজ চালানো হয়েছে। শুক্র ও শনিবার ধনকুবের সুরা ব্যবসায়ীর ১০ একর জমির তৈরি ওই ৪০০ কোটির ফার্ম হাউসটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পাঁচ একর জমিতে ধ্বংস অভিযান চলে। শনিবার মূল ভবনটিকে বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর আগে উত্তর-পূর্ব দিল্লির গোকুলপুরে গত ১৩ ও ১৭ জানুয়ারি অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ চালায় দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি। ওই এলাকার বেশ কিছু শোরুম গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। যদিও পন্টি চাধার ৪০০ কোটির ফার্ম হাউস ভাঙা অনেক বড় খবর বলেই মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত চাধার ওয়েভ গ্রুপের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি ইজরায়েল!

গাজা, ৩ মার্চ: হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে রাজি ইজরায়েল। ফলে বল এখন হামাসের দিকে রয়েছে বলে দাবি করেছে আমেরিকা। শনিবারই যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় এই প্রথমবার মার্কিন ত্রাণ পৌঁছয়। আর এরপরই আমেরিকার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এহেন দাবি করেন।

সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে খবর, দু'পক্ষের মধ্যে ৬ সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতির চুক্তি হতে পারে। তবে সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে হামাসকে। ওই আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ইজরায়েল ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। তবে এখন বল রয়েছে হামাসের কোর্টেই।' প্রসঙ্গত, ইজরায়েলি সেনা হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার পর থেকেই গাজার মানুষের দুর্দশা বেড়ে গিয়েছে। ত্রাণের ভরসাতেই রয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই ভারত-সহ একাধিক দেশ গাজার জন্য ত্রাণ পাঠিয়েছে। এবার আমেরিকা আকাশপথে ত্রাণ পাঠানোর পর তারই যুদ্ধবিরতির কথাও জানাল।

লিভ ইন সঙ্গীর মৃত্যুর পর নাবালিক কন্যাকে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল আদালত

কোটা, ৩ মার্চ: ভয়াবহ।

লিভ ইন সঙ্গী মারা যাওয়ার পর দিনের পর দিন তাঁর নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ। সেই অপরাধে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। রাজস্থানের কোটার ঘটনা। ৩৩ বছরের ওই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৩ বছরের এক মেয়েকে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন করেছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, মামলাটি দায়ের হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। অভিযোগকারিণী পুলিশের কাছে দাবি করে সে শারীরিক নির্যাতনের শিকার। তার আঙুল ওঠে মায়ের লিভ ইন সঙ্গীর দিকে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্তে উঠে আসে, অভিযোগকারিণীর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তার মা এক যুবকের সঙ্গে লিভ ইন করছিলেন। তবে বছর পাঁচেক পর ওই মহিলা আত্মহত্যা করেন। অভিযোগ, তার পরই সঙ্গিনীর মেয়েকে যৌন নির্যাতন করতে শুরু করেন ওই যুবক। অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে এক দিন লুকিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে মামার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয় নাবালিকা। ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। পকসো আইনেও মামলা রুজু হয়। অভিযোগ দায়েরের পর দিনই গ্রেফতার হন অভিযুক্ত।

শনিবার রাজস্থানের নিম্ন আদালত প্রতাপ সিংহ নামে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা করে। সরকার পক্ষের আইনজীবী জানান, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে এবং ১৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের পর বিচারক সাজা ঘোষণা করেছেন। দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছাড়াও তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

'সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক' তান্ত্রিককে যাবজ্জীবনের সাজা দিয়ে মন্তব্য বম্বে হাইকোর্টের

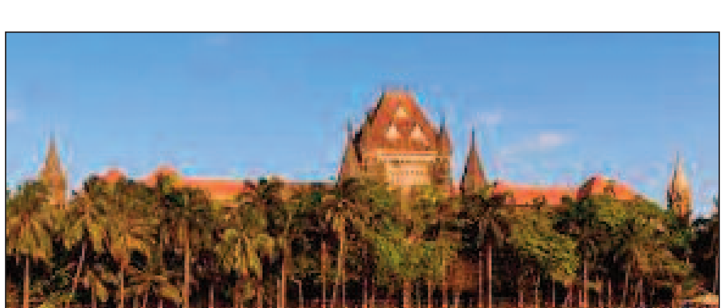

নয়াদিল্ল, ৩ মার্চ: অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার যে কত বড় ক্ষতি করে দিতে পারে, তা ফের একবার প্রমাণ হল। আর এই কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদল লোক যে লোক ঠকানোর ব্যবসা কীভাবে চালাচ্ছে, তা আরও একবার সামনে এল।

বম্বে হাইকোর্টের একটি মামলায় অসুস্থ নাবালিকাদের চিকিৎসার নামে শ্লীলতাহানি এবং যৌন নিগ্রহের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলেন এক 'তান্ত্রিক'। ওই ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের সাজা দিয়েছে বম্বে হাই কোর্ট। এই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, আজকের দিনেও মানুষ সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪৫ বছরের ওই তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে প্রথমবার থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল ২০১০ সালে। ছয় জন বিশেষ ভাবে সক্ষম কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। নির্যাতিতাদের সুস্থ করে তোলার জন্য তাঁদের মা-বাবার কাছ থেকে মোট ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন তান্ত্রিক। এক সময় বিশেষ ভাবে সক্ষম কিশোরীদের পরিবারের সদস্যদেরও অন্ধ বিশ্বাসের লাগাম ছেড়ে পুলিশে অভিযোগ করেন।

তান্ত্রিকের বিরুদ্ধ মামলা ওঠে নিম্ন আদালতে। ওই আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়। এর পর বম্বে হাই কোর্টে মামলা করেন তান্ত্রিক। যদিও সেখানেও রেহাই মিলল না। একই সাজা শোনালেন উচ্চ আদালতের দুই বিচারপতি বিচারপতি রেবতী মোহিতে ডেরে এবং বিচারপতি মঞ্জুষা দেশপাণ্ডে। বিচারপতিরা কার্যত অবাক হন আজকের দিনে অন্ধবিশ্বাসের এমন ঘটনায়। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, এটি সম্পূর্ণ অন্ধবিশ্বাসের মামলা। আজকের দিনেও মানুষ সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। শেষ পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনায় আদালত।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং সাম্প্রতিক জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাস), পিটিসিসি, আইটিসিসি,ইএসআই, ইপিএফ এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

ক্র. নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	বিভিন্ন কাজের জন্য (৩য় কল) এইচএমসি এলাকাধীন সুপারভাইজার ৬, অদক্ষ শ্রমিক ১২ এবং ড্রাইভার ১০ সরবরাহ।	Memo No- 1770/Cons./23-24 তারিখ - ২৯.০২.২০২৪

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪ বেলা ১টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in।
২৮৭(৩)/২৩-২৪
২.৩.২৪
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Quotation
e-Quotation has been invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity vide **NIQ No.: 11/SU/2023-24 & Memo No.: 193/SU, Date: 01.03.2024** for "Internal Electrical works at ROT room and BDO's chamber at Serampore-Uttarpara Panchayat Samity" & "Internal Electrical works & P.A. System at 4th floor of Serampore-Uttarpara Panchayat Samity." Last date for submission of Tender: **11.03.2024 up to 11.00 AM. Tender ID No 2024_ZPHD_678762_1 & 2,** Website: https://wbtenders.gov.in
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

জিতল অস্ট্রেলিয়া, শীর্ষে উঠল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে দর্শক টানতে ও টেস্ট ম্যাচগুলোকে আরও অর্থবহ করে তুলতে আইসিসি গত কয়েক বছরে যেসব উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে, সেসবের একটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। মহামারি করোনা বিশাল এক ধাক্কা হয়ে এলেও ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে হওয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুটি চক্র সফলভাবেই আয়োজন করেছে আইসিসি। ২০২৩ থেকে ২০২৫ চক্রের তৃতীয় আসরও ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আইসিসির এই সর্বশেষ সংযোজন কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, সেটা প্রথম দুটি চক্রের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখলেই বোঝা যায়। এবারও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জমে ওঠার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম দুই চক্রের রানার্সআপ ভারত আজ নিউজিল্যান্ডকে টপকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে।

নাথান লায়নের ঘূর্ণিতে আজ ওয়েলিংটন টেস্টের চতুর্থ দিনের প্রথম সেশনেই গুটিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড, হেরেছে ১৭২ রানে। দারুণ জয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আওতাধীন এ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। তাতেই ভারত উঠে গেছে পয়েন্ট তালিকার চূড়ায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার জয়ে ভারত কীভাবে শীর্ষে উঠল? ২০১৯ সাল থেকেই যারা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ অনুসরণ করছেন, তাদের এত দিনে

নিশ্চয় দলগুলোর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি জেনে যাওয়ার কথা। তারপরও মনে করিয়ে দিতেই হচ্ছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দলগুলোর অবস্থান পয়েন্ট দিয়ে নয়; পয়েন্টের শতকরা হার দিয়ে নির্ধারিত হয়। কারণ, ৯ দলের এই প্রতিযোগিতায় সবাই সমান ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় না। যে দল বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়, সেই দলেরই বেশি জয়ের সম্ভাবনা থাকে। আর বেশি ম্যাচ জিতলে স্বাভাবিকভাবে পয়েন্টও বাড়বে।

বিপরীতে যে দল কম ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়, সেই দল সব ম্যাচ জিতলেও বেশি ম্যাচ খেলা দলের পয়েন্ট টপকানোর সম্ভাবনা কম থাকে। তাই দলগুলোর অবস্থান নির্ধারিত হয় পয়েন্টের শতকরা হার দিয়ে। এই হিসাবেই নিউজিল্যান্ডকে টপকে শীর্ষে উঠে গেছে ভারত।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, একেকটি দল প্রতিটি জয়ের জন্য ১২ পয়েন্ট, টাই করলে ৬ পয়েন্ট ও ড্র করলে ৪ পয়েন্ট করে পায়। হারলে কোনো পয়েন্ট যোগ হয় না। আর মন্থর ওভার রেটের শাস্তি হিসেবে পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়। সেই হিসাবে নিউজিল্যান্ড আজ হেরে যাওয়ায় তাদের পয়েন্টের শতকরা হার কমে ৬০.০০ হয়েছে। ঘরের মাঠে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিতে নেওয়া ভারতের শতকরা পয়েন্ট আগের সেই ৬৪.৫৮-ই আছে। আজকের জয়ে অস্ট্রেলিয়ার শতকরা পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ৫৯.০৯। নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ভগ্নাংশের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা প্যাট কামিন্সের দল তিনেই রয়ে গেছে। শতকরা ৫০.০০ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ আছে চার নম্বরে।

২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত এখন পর্যন্ত ৮ ম্যাচ খেলে ৫টিতে জিতেছে, হেরেছে ২টি, ড্র করেছে ১টি। রোহিত শর্মার দল ৫ জয়ে পেয়েছে ৬০ পয়েন্ট, ১ ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট। মোট অর্জন ৬৪ পয়েন্ট। কিন্তু গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে মন্থর ওভার রেটের কারণে তাদের ২ পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি। তাই সামগ্রিকভাবে ভারতের পয়েন্ট ৬২। দলটি ৮ ম্যাচের সব কটি জিতলে পয়েন্ট হতো ৯৬। অর্থাৎ, ৯৬ এখানে পরীক্ষার পূর্ণমানের মতো। সম্ভাব্য ৯৬ পয়েন্টের মধ্যে রোহিত-কোহলিরা পেয়েছেন ৬২ পয়েন্ট। এটারই শতকরা হার ৬৪.৫৮।

ওয়েলিংটন টেস্ট শেষে নিউজিল্যান্ড ৫ ম্যাচে ৩ জয়ে ৩৬ পয়েন্টেই আটকে আছে। কিউইরা ৫ ম্যাচের সব কটি জিতলে ৬০ পয়েন্ট হতো। সম্ভাব্য ৬০ পয়েন্টের মধ্যে অর্জিত ৩৬ পয়েন্টের শতকরা হার ৬০.০০ হওয়ায় টিম সাউদির দল ভারতের পেছনে পড়ে গেছে। আজকের ম্যাচের আগে ৪ টেস্টের ৩টি জেতায় তাদের শতকরা পয়েন্ট ছিল ৭৫।

এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে মন্থর ওভার রেটের কারণে এখন পর্যন্ত ৪ দলের পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি। সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী ইংল্যান্ড। বাজবল দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা দলটি গত বছর অ্যাশেজ সিরিজের ৫ ম্যাচের ৪টিতেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ওভার শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শাস্তিস্বরূপ ইংলিশদের ১৯ পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি। তাই বেন স্টোকসের দল পড়ে আছে পয়েন্ট তালিকার আট নম্বরে। ২ ম্যাচের দুটিতেই হেরে এখনো কোনো পয়েন্ট না পাওয়া শ্রীলঙ্কা আছে তলানিতে।

প্রথম দুই চক্রের মতো এবারের ফাইনালও হবে ইংল্যান্ডে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল ২০২৫ সালের জুনে লর্ডসে টেস্টের রাজদণ্ড পেতে লড়বে।

‘বাজ বল’ খেলে রঞ্জিতে শতরান শার্দূল ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেমিফাইনালেও প্রথম ইনিংসে মুম্বইয়ের লজ্জা বাঁচালেন বোলারেরা। টপ অর্ডার ব্যর্থ হওয়ার পর লোয়ার অর্ডারের ব্যাটারদের ইনিংসে ভর করে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভাল জায়গায় মুম্বই। শতরান করেছেন শার্দূল ঠাকুর। আর এক ব্যাটার তনুশ কোটিয়ান অর্ধশতরান করেছেন। অন্য দিকে, বিদর্ভের বিরুদ্ধে হিমাংশু মন্ত্রীর শতরানের সৌজন্যে ভদ্রস্থ স্কোর তুলেছে মধ্যপ্রদেশ।

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট খেলার পর থেকেই ভারতীয় দলের বাইরে রয়েছেন শার্দূল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজভে জায়গা হয়নি। রঞ্জির সেমিফাইনালে শতরান করে তাই পরোক্ষে নির্বাচকদেরই জবাব দিলেন মুম্বইয়ের ব্যাটার। এমন দিনে, যখন শ্রেয়স আয়ার, অজিঙ্ক রাহানে-সহ টপ অর্ডার ব্যর্থ। মুশির খান (৫৫) বাদে মুম্বইয়ের টপ এবং মিডল অর্ডারের প্রায় কেউই রান পাননি। এক সময় ১০৬ রানে ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের।

সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন শার্দূল। প্রথমে হার্দিক তামোরের (৩৫) সঙ্গে ১০৫ রানের জুটি গড়েন। এর পর তনুশের সঙ্গে ৭৯ রানের জুটি গড়েন। আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে শতরান করেন শার্দূল। ১০৯ রান করতে নিয়েছেন ১০৪ বল। মেরেছেন ১৩টি চার এবং ৪টি ছয়। গত ম্যাচে শতরান করে নজির গড়েছিলেন তনুশ। এই ম্যাচে তিনি ৭৪ রানে অপরাজিত। সঙ্গে রয়েছেন তুষার দেশপান্ডে (অপরাজিত ১৭)। দ্বিতীয় দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ৩৫৩-৯। এগিয়ে ২০৭ রানে। এখন দেখার তনুশ-তুষার জুটি এই ম্যাচেও কোনও নজির গড়তে পারেন কি না।

এ দিকে, বিদর্ভের ১৭০ রানের জবাব মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বাদে কেউই লড়াই করতে পারলেন না। ওপেনার মন্ত্রী ক্রিজ কামড়ে পড়ে থেকে ২৬৫ বলে ১২৬ রান করেন। প্রথম ইনিংসে ২৫২ রানে অলআউট মধ্যপ্রদেশ। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভ ১৩-১। এখনও মধ্যপ্রদেশ এগিয়ে ৬৯ রানে।

জোড়া গোল করার পর মেসির হুংকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজ জুটি, সঙ্গে আছেন তাঁদের সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা;এবারের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির প্রথম ম্যাচে দৃষ্টি ছিল ফুটবল,বিশ্বের অনেকেরই। কিন্তু বার্সেলোনার সাবেক এই চতুষ্টয় সেই ম্যাচে খুব বেশি কিছু করতে পারেনি। রেয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে মেসি ও সুয়ারেজ শুধু একটি করে অ্যাসিস্ট করেছেন। পরের ম্যাচে মেসি গোল পেলেও এলএ গ্যালাক্সির সঙ্গে মায়ামি করেছে ১-১ গোলে ড্র।

প্রথম দুই ম্যাচের পর মায়ামির অধিনায়ক মেসি খুব বেশি কথাও বলেননি। প্রথম ম্যাচের পর শুধু বলেছিলেন, জয় দিয়ে লিগ শুরু করতে পেরে খুশি। আর দ্বিতীয় ম্যাচের পর জানিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তের গোলে এক পয়েন্ট পাওয়ার আনন্দ। তবে আজ মায়ামির তৃতীয় ম্যাচেই দেখা মিলেছে দুর্দম্য মেসি-সুয়ারেজ জুটির।

অরল্যান্ডো সিটিকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচটি ছিল মেসি-সুয়ারেজময়। দুজনেই করেছেন জোড়া গোল। মেসি অ্যাসিস্ট করেছেন একটি, সুয়ারেজ দুটি। দুর্দান্ত একটি ম্যাচ কাটানোর পর মেসি যেন এমএলএসে মায়ামির সব প্রতিপক্ষকে একটা হুমকিই দিয়ে রাখলেন। কেউ কেউ এটাকে হুংকারও বলতে পারেন।

মেসির দেওয়া সেই হুংকার আসলে কী? ম্যাচ শেষে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান অ্যাপলটিভির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছেন, ‘পিঠে ব্যাগ তুলে নেওয়ার বদলে আমরা আমাদের দল নিয়ে সচেতন আছি। আমরা সংগঠিত এবং এমএলসে লড়াই করার জন্য তৈরি হচ্ছি।’

তবে একটা বিষয়ে মেসি যেন সতীর্থদের সতর্কই করে দিয়েছেন, ‘আমরা জানি, পথটা দীর্ঘ। এটা মাত্রই শুরু। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আমরা জানি, আমাদের লড়াই করার মতো একটা দল আছে এবং আমরা চেষ্টা করব।’

গত মৌসুমে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৫ দলের মধ্যে ১৪তম হয়েছিল ইন্টার মায়ামি। সেবার মৌসুমের মাঝে দলটিতে নাম লিখিয়েছিলেন মেসি। মেসি-ঝলকে বেশ কিছু ম্যাচ জিতলেও শেষ পর্যন্ত প্লে-অফ নিশ্চিত করতে পারেনি। এবার মেসি-সুয়ারেজ জুটিকে নিয়ে এমএলএসের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে তারা। মেসি দিলেন ভালো কিছুর প্রতিশ্রুতি, ‘প্রথম ম্যাচটি ভালোভাবে শুরু করাটা গুরুত্বপূর্ণ। কোপা আমেরিকা আর লিগ কাপ আসছে। সেই সময় লিগে বিরতি আসার আগে পর্যন্ত নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।’

ইন্টার মায়ামির হয়ে সুয়ারেজ প্রথম গোল পাওয়ায় বেশ খুশি মেসি, ‘সে গোল করতে পেরেছে, আমি তার জন্য খুব খুশি। তবে আমরা শান্ত ছিলাম। আমরা জানি লুইস (সুয়ারেজ) কেমন এবং সে কী করতে পারে। যখন আপনি তার কাছ থেকে কম প্রত্যাশা করবেন, তখন সে আজকের মতো খেলে সব বুঝিয়ে দেবে।’

উত্তর কলকাতায় তিন দিনের ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়ানশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর কলকাতা জেলার ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০২৩-২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১ থেকে ৩রা মার্চ। কলকাতার বাগমারিতে স্কটিশচার্চ কলেজের খেলার মাঠে উত্তর কলকাতার ২৪টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় দশটি স্পোর্টস ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। নব্বই বছরের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজ এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে এই তিন দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়। সরকারি পরিদর্শক শ্রীমতী গিরিজা বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার রিপ্রেসেন্টেটিভ চন্ডী কর তিনদিনই মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল বলেন, ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ প্রতিটি ইভেন্টেই চোখে পড়ে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,

ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীদের একটি ছোট ও মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রথম দুদিন ছিল ফুটবল এবং খো-খো টুর্নামেন্ট। তৃতীয়দিন ছিল রান, জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো, শট-পাট, অ্যাথেলেটিক্স। পুরস্কার প্রতিযোগিতার পরিচালন গোষ্ঠীর সেক্রেটারি ডঃ বাসরী হালদার, যুগ্ম সেক্রেটারি বাসুদেব সিদ্ধা, কলেজের আই কিউ এ সি-র কো-অর্ডিনেটর ডঃ সুমাল্য কর্মকার, অধ্যাপক ডঃ সুদীপ কুমার সিনহা,ড.শুভেন্দু চন্দ প্রমুখ।

৯০ মিনিট খেলার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুব্ধ এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানায়, রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে মাসের শুরুর দিকেই চুক্তি সম্পন্ন করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যোগ দেবেন এই ফরাসি তারকা। এই খবর সামনে আসার পর পিএসজির স্কোয়াডে অপরিহার্যতা হারান এমবাপ্পে।

লিগে শেষ তিন ম্যাচের কোনোটিতেই পুরো ৯০ মিনিট খেলানো হয়নি তাঁকে। এক ম্যাচে বেঞ্চ থেকে নামেন, অন্য দুই ম্যাচে তুলে নেওয়া হয় শেষ বাঁশির আগেই। ব্যাপারটি এমবাপ্পে ভালোভাবে নেননি। এর মধ্যে তিনি কোচের সঙ্গে দেখা করে এ নিয়ে কথাও বলেছেন।

মোনাকোর বিপক্ষে প্রথমার্ধ শেষেই তুলে নেওয়া হয় এমবাপ্পেকে। এর আগে গ্রীষ্মের দলবদলে এমবাপ্পে চুক্তি নবায়ন না করে থেকে যেতে চাইলে তাঁকে পুরো মৌসুমে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকি দেয় পিএসজি। পরে অবশ্য এমবাপ্পে থেকে গেলেও বেঞ্চে বসতে হয়নি তাঁকে। বরং মাঠে নেমে পিএসজিকে একাধিকবার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন বিশ্বকাপজয়ী এ ফুটবলার।

তবে মাঝ মৌসুমে এসে এখন ঠিকই ম্যাচ,টাইম না পাওয়ার সমস্যায় পড়েছেন এমবাপ্পে। এখন মৌসুমের শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পেকে পিএসজি এভাবেই খেলিয়ে যায় কি না, সেটাই দেখার বিষয়। ম্যাচ শেষে এমবাপ্পেকে পুরো সময় না খেলানো নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। এমবাপ্পের ম্যাচ,টাইম কমিয়ে আনার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে এনরিকে বলেছেন, ‘এটা শতভাগ কোচের সিদ্ধান্ত। কারণ, আগে,পরে আমাদের কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছাড়াই খেলার ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে হবে। আমি দলের ভালোর জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এমনকি মোনাকো ম্যাচে তুলে নেওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে বেঞ্চেও বসেননি এমবাপ্পে, স্ট্যান্ডে গিয়ে মায়ের পাশে বসেন। তবে এভাবে দলে গুরুত্ব হারানোর বিষয়টি মানতে পারছেন না ২৫ বছর বয়সী ফরাসি তারকা। সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, পিএসজি ফরোয়ার্ড শনিবার ক্লাবের অনুশীলন মাঠে এনরিকের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং কোচকে নিজের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে বিষয়টি সমাধান করতে বলেছেন।

জবাবে এনরিকে নাকি এমবাপ্পেকে বলেছেন, বিষয়টি ব্যক্তিগত কিছু নয় এবং তাঁর প্রতি প্রতিশোধপরায়ন হয়েও তিনি এমন কিছু করছেন না। তবে এমবাপ্পেকে এই মুহূর্তে তিনি পুরোপুরি ফিট মনে করছেন না। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোর জন্য এমবাপ্পেকে সুরক্ষিত রাখার কথাও বলেছেন এনরিকে। পিএসজি কোচ অবশ্য এখন থেকে ভবিষ্যৎদের দিকে তাকানোর কথাও এমবাপ্পেকে জানিয়েছেন।

এর আগে গ্রীষ্মের দলবদলে এমবাপ্পে চুক্তি নবায়ন না করে থেকে যেতে চাইলে তাঁকে পুরো মৌসুমে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকি দেয় পিএসজি। পরে অবশ্য এমবাপ্পে থেকে গেলেও বেঞ্চে বসতে হয়নি তাঁকে। বরং মাঠে নেমে পিএসজিকে একাধিকবার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন বিশ্বকাপজয়ী এ ফুটবলার। তবে মাঝ মৌসুমে এসে এখন ঠিকই ম্যাচ,টাইম না পাওয়ার সমস্যায় পড়েছেন এমবাপ্পে। এখন মৌসুমের শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পেকে পিএসজি এভাবেই খেলিয়ে যায় কি না, সেটাই দেখার বিষয়।

ওয়েলিংটনে লায়নের স্পিনরাজ, এক সেশনও টিকতে পারল না নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের সবুজ উইকেট আর সিমিং কন্ডিশনেও দ্বিতীয় দিন থেকে যে স্পিন বেশ ভালোই ধরছিল, নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়ে সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নাথান লায়ন।

আজ চতুর্থ দিনেও লায়নই যে স্পিন-রাজ করবেন, কাল তৃতীয় দিনেই নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান কেইন উইলিয়ামসন ও টম ল্যাথামকে আউট করে সেটার আভাস দিয়ে রেখেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। গতকালের ২ উইকেটের সঙ্গে আজ আরও ৪ উইকেট নিলেন লায়ন। তাঁর ঘূর্ণিতে চতুর্থ দিন এক সেশনও টিকতে পারল না নিউজিল্যান্ড। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৬ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হারল ১৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে। দারুণ এ জয়ে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু হবে আগামী শুক্রবার।

কাল গ্লেন ফিলিপসের ক্যারিয়ার-সেরা বোলিংয়ের (৫/৪৫) পরও নিউজিল্যান্ডকে ৩৬৯ রানের বড় লক্ষ্য দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। বল হাতে অস্ট্রেলিয়ার নায়ক লায়ন নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতেও সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন। করেছিলেন দলীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান।

৩৬৯ রানের লক্ষ্যটা ছুঁতে হলে ঘরের মাঠে টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাড়ার পাশাপাশি নিজেদের ইতিহাসেও রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করতে হতো নিউজিল্যান্ডকে। নিউজিল্যান্ডে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে টেস্ট জয়ের রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ১৯৬৯ সালে অকল্যান্ড টেস্টে গ্যারি সোবার্স-ক্লাইভ লয়েডদের পরাক্রমশালী দলটি ৩৪৫ রানের লক্ষ্য টপকে গিয়েছিল।

নিউজিল্যান্ড সর্বোচ্চ ৩২৪ রান তাড়া করে টেস্ট জিতেছিল ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চে। এ ম্যাচের ভেন্যু বেসিন রিজার্ভে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা নিউজিল্যান্ডেরই। ২০১৭ সালের সেই টেস্টের শেষ দিনে বাংলাদেশের দেওয়া ২১৭ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেন কেইন উইলিয়ামসন-রস টেলররা। তবে লক্ষ্যের ধারেকাছেও যেতে পারেনি টিম সাউদির দল।

দ্বিতীয় ইনিংসে কাল দ্রুত ৩ উইকেট পড়েছিল নিউজিল্যান্ডের। তবে রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারিল মিচেল চতুর্থ উইকেট জুটিতে ৫২ রান তুলে দিন পার করেন। জিততে হলে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে আরও ২৫৮ রান দরকার ছিল কিউইদের। কিন্তু লায়নের ঘূর্ণিতে নিউজিল্যান্ড আজ টিকতে পেরেছে মাত্র ২৩.৪ ওভার।

আগের দিন ৫৬ রানে অপরাজিত ছিলেন রবীন্দ্র। লায়ন এই তরুণ অলরাউন্ডারকে নিয়ে কাল বলেছিলেন, রবীন্দ্রকে ভবিষ্যতের তারকা মনে হচ্ছে তাঁর। সেই রবীন্দ্রকে ফিরিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে আজ প্রথম সাফল্য এনে দেন লায়ন। কাট করতে গিয়ে

ক্যামেরন গ্রিনের হাতে ধরা পড়েন রবীন্দ্র। ওই ওভারেই বিদায় নেন টম ব্লান্ডেলও।

নিজের পরের ওভারে এসে লায়ন তুলে নেন ফিলিপসের উইকেট। রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করতে নামা নিউজিল্যান্ড ফিলিপসের ক্যারিয়ার-সেরা বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও বড় কিছুর আশায় ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ২ রানে লায়নের বলে এলবিডব্লু হয়ে হতাশ করেছেন তিনি। কিউইরা তখনই ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে।

সপ্তম উইকেট জুটিতে মিচেল ও স্কট কুগেলাইন ৩৬ রান যোগ করে আশা দেখাতে শুরু করেন। তবে ২৮ বলে ২৬ রান করা কুগেলাইন গ্রিনের লাফিয়ে ওঠা বলে আউট হতেই কিঞ্চিৎ সেই আশাও উবে যায়।

এরপর ম্যাট হেনরি জশ হ্যাজলউডের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। অধিনায়ক টিম সাউদির উইকেট তুলে নিয়ে এক টেস্টে পঞ্চমবারের মতো ১০ উইকেট পূর্ণ করেন লায়ন।

৯ উইকেট পড়ার পর মিচেলও বলতে গেলে হাল ছেড়ে দেন। ৩৮ রান করা মিচেল হ্যাজলউডের বলে তাঁকেই ক্যাচ দিয়ে আউট হলে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টানা ষষ্ঠ টেস্ট জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে বীরোচিত সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রান ও ১ উইকেট নেওয়া গ্রিন ম্যাচসেরা হয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ৩৮৩ ও ৫১.১ ওভারে ১৬৪
(লায়ন ৪১, গ্রিন ৩৪, হেড ২৯, খাজা ২৮; ফিলিপস ৫/৪৫, হেনরি ৩/৩৬, সাউদি ২/৪৬)
নিউজিল্যান্ড ১৭৯ ও ৬৪.৪ ওভারে ১৯৬
(রবীন্দ্র ৫৯, মিচেল ৩৮, কুগেলাইন ২৬; লায়ন ৬/৬৫, হ্যাজলউড ২/২০)
ফল অস্ট্রেলিয়া ১৭২ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ ক্যামেরন গ্রিন (অস্ট্রেলিয়া)।
সিরিজ দুই ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**